لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

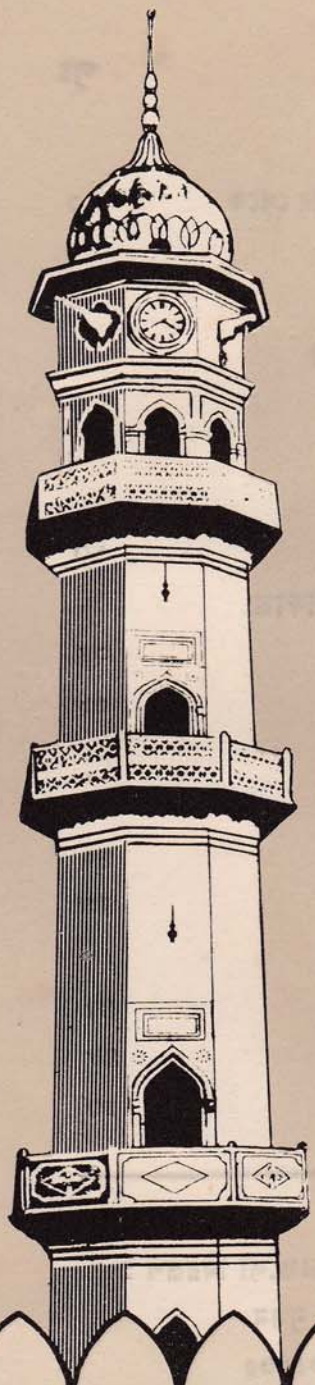

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৬তম বর্ষ ।। ২য় সংখ্যা

২১শে সফর, ১৪১৫ হিঃ ।। ১৬ই শ্রাবণ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ ।। ৩১শে জুলাই, ১৯৯৪ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ।। ভারত ৩ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ২য় সংখ্যা (৫৬তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া ৪

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ ১০

ওয়াকেফীনে নওদেরকে বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা প্রদান

অনুবাদ ঃ জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ২৯

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামত ৩২

ছোটদের পাতা

পরিচালক ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩৮

আল্লামা শিবলী নুমানীর 'সীরাতুন্নবী' (সাঃ) থেকে ৪২

সংবাদ ৪৩

আল্লাহ্‌, তুমি আমাদের রক্ষা করো

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ৪৫

আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম ৪৮

সম্পাদকীয় ঃ ৪৯

ফোন নম্বর পরিবর্তন !

আমাদের দু'টি ফোনের নম্বর পরিবর্তন হয়েছে। নূতন ও পুরাতন নম্বরগুলো নিম্নরূপ ঃ

স্থান	পুরাতন	নূতন
(১) ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাসা	৪০২৭২৯	৪০৫৯৬৫
(২) দারুত তবলীগের গেটের ফোন	৫০২২৯৫	৫০৫২৭২

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
অফিস সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৬তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

৩১শে জুলাই, ১৯৯৪ : ৩১শে ওফা, ১৩৭৩ হিঃ শামসী : ১৫ই শ্রাবণ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান-৭

৭৪। এবং (তাহারা ইহাও বলে) ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মান্য করিও না।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত, উহা এই যে, কাহাকেও তদনুযায়ী দেওয়া হউক যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, অথবা তাহারা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের নিকট দলিলাদি (৪২৮-ক) পেশ করুক।' তুমি বল, 'নিশ্চয় সকল ফযল (৪২৮-খ) আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যাহাকে চাহেন উহা দান করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী ; (৪২৮-গ)

৭৫। তিনি যাহাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য বাছিয়া লন, আর আল্লাহ্‌ মহা ফযলের অধিকারী।'

৭৬। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে কেহ কেহ এমন আছে যাহার নিকট তুমি রাশিকৃত ধন-সম্পদ আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিয়া দিবে, তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এমনও আছে, যাহার নিকট তুমি এক দীনার আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহার (মাথার)

৪২৮-ক। যদি আমাদের এই ধারণা ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহাদের কর্তব্য হইবে স্বর্গীয় যুক্তিবলে আমাদের ভুল ধারণাকে দূরীভূত করা।

৪২৮-খ। 'ফযল' বা অনুগ্রহ বলিতে এখানে 'নবুওয়তকে বুঝাইতে পারে।

৪২৮-গ। (১) "এবং (তাহারা ইহাও বলে) ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যে তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মান্য করিও না"—এই বাক্যটি পূর্ব বাক্যটিরই সম্প্রসারিত অংশ। তৎপর আসিয়াছে একটি অন্তর্বর্তী বাক্য "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত ; উহা এই যে, কাহাকেও তদনুযায়ী দেওয়া হউক যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।" অতঃপর, ইহুদীদের বক্তব্য আবার শুরু হইল, "অন্যথায় তাহারা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের নিকট দলিলাদি পেশ করুক।" সর্বশেষ আয়াতটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ দ্বারা সমাপ্ত হইল—"নিশ্চয় সকল ফযল আল্লাহ্‌র হাতে····· প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞানী।" এইরূপ প্রকাশ-ভঙ্গি কুরআনের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, যাহা দ্বারা মনস্তাত্বিক প্রভাব-বিস্তার সম্ভব হইয়া থাকে। (২) অন্য ব্যাখ্যা মতে, 'আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত' বাক্যটির অন্তর্বর্তী এবং পরবর্তী কথাগুলি যথা, 'কাহাকেও তদনুযায়ী দেওয়া

উপর দাঁড়াইয়া থাক। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'নিরক্ষরগণের (৪২৯) ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে কোন কৈফিয়ৎ নাই;' এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

৭৭। না, বরং যে নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

৭৮। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র সংগে কৃত (নিজেদের) অঙ্গীকারকে এবং কসমসমূহকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করে তাহারা এমন লোক যাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না এবং কিয়ামতের দিনে না আল্লাহ্ তাহাদের সাথে কথা বলিবেন আর না তাহাদের প্রতি (৪৩০) দৃষ্টিপাত করিবেন এবং না তিনি তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন; পরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৭৯। এবং নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে এমন একদল আছে যাহারা কিতাব (৪৩১) (পাঠ)-এর সঙ্গে নিজেদের জিহ্বাসমূহকে এমনভাবে মোচড়ায় যেন তোমরা উহাকে কিতাবের অংশ বলিয়া মনে কর, অথচ উহা কিতাবের অংশ নহে। এবং তাহারা বলে, 'উহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে;' অথচ উহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নহে; এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

হউক যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। অথবা তাহারা তোমার প্রভুর সম্মুখে তোমাদের নিকট দলিলাদি পেশ করুক' ইহুদীদের বক্তব্যের অংশ গণ্য হইবে। (৩) আবার তৃতীয় ব্যাখ্যানুসারে, ইহুদীদের বক্তব্য, 'ঐ ব্যক্তি ছাড়া, তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মান্য করিও না' এই বাক্যটি দ্বারাই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর বাকী সব কথাই আল্লাহ্‌তা'লার স্বীয় বক্তব্য। বিস্তারিত জানার জন্য ইংরেজী বা উর্দু তফসীরের বৃহত্তর সংস্করণ দেখুন।

৪২৯। মহানবী (সাঃ)-এর আগমনকালে, ইহুদীদের মধ্যে একটা ধারণা শিকড় গাড়িয়াছিল যে, অ-ইহুদী আরবদের ধন-সম্পদ লুট করিলে তাহাদের কোন পাপ হইবে না, কেননা তাহারা বিধর্মী। সম্ভবতঃ ইহুদীদের সুদ গ্রহণ আইনের মধ্যেই ধারণাটির জন্ম হইয়াছিল, কেননা এই আইনে ইহুদী ও অ-ইহুদীর মধ্যে ভীষণ হিংসাত্মক তারতম্য রহিয়াছে (যাত্রা পুস্তক-২২:২৫, লেভী-২৫:৩৬-৩৭; দ্বিতীয় ২৩:২০)।

৪৩০। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়ার বাক্য, প্রীতির চাহনি ও অনুগ্রহের চিহ্ন পর্যন্ত দেখাইবেন না। তাহাদিগকে পাপ-মুক্ত বলিয়াও ঘোষণা করিবেন না।

৪৩১। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সময়ে ইহুদীদের একটি কদাচার এই ছিল যে, তাহারা এমনিভাবে উচ্চারণ ও ভঙ্গি করিয়া হিব্রু বাক্যমালা পাঠ করিত বা উদ্ধৃত করিত, যাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী মনে করিত তাহারা তওরাত পাঠ করিতেছে। অথচ এই বাক্যমালা বা পঠিত অংশ মোটেই তওরাতের অংশ ছিল না। এই আয়াতে ইহুদীদের সেই মিথ্যা ও কদাচারের কথা বলা হইয়াছে। 'কিতাব' শব্দটি এখানে তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমবার 'হিব্রুভাষার পুস্তকাংশ' অর্থে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তওরাত অর্থে। হিব্রু ভাষার পুস্তকাংশকে 'গ্রন্থ' নামে অভিহিত করিবার কারণ এই যে, ইহুদীরা ইহাকে তওরাত পাঠ নামেই চালাইয়া দিতে চাহিত।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

ঋণ আদায় করা

কুরআন ঃ

والذين هم لامانتهم وعهدهم راعون ٥ (المعارج - ٣٣)

এবং ঐ সকল (লোকেরাও আযাব হতে রক্ষা পাবে) যারা তাঁদের নিকট রাখা গচ্ছিত ধন ও অঙ্গীকারের হেফাযত করে। (আল মা'আরেয—৩৩)

হাদীস ঃ

إن خياركم احسنكم قضاء (بخارى)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে আর্থিক লেন দেনের ব্যাপারে উত্তম। (বুখারী)

قال رسول الله صلعم مطل الغنى ظلم (بخارى)

অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলছেন, বিত্তবানের টালবাহানা যুলুম (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূল করীম (সাঃ) ঋণ আদায় করার ব্যাপারে অনেক তাগিদ করেছেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, শহীদের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় কর্জ ব্যতিরেকে। এ হতে জানা যায় যে, এক মুসলমানকে হকুকুল ইবাদ আদায় করার লক্ষ্যে কতইনা সচেতন থাকতে হবে। অপর এক হাদীসে আছে যে, হুযূর (সাঃ) প্রায়ই দোয়া করতেন, হে খোদা! ঋণের বোঝা ও মানুষের ক্রোধ হতে রক্ষা করো।

মানব জীবনে বহু উত্থান পতন ঘটে থাকে। অনেক সময় ঋণগ্রস্থও হতে হয়। এই ঋণের বোঝা তাড়াতাড়ি সময় মত আদায় করাই মুমেনের লক্ষণ। এ জন্যে খোদার নিকটও রিযিকের প্রসারতা ও ঋণ মুক্ত হবার জন্যে দোয়া করতে হবে। অনেকে ঋন নেবার পর ক্ষমতা থাকা সত্বেও ঋন আদায় করে না। এটা এক ধরনের ব্যাধি। এবং আল্লাহ্র রসূল একে যুলুম বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ্তালা আমাদের ঋণ হতে বাঁচান ও যদি ঋণগ্রস্থ হই তা হতে যেন খোদাতা'লা সত্বর মুক্তি দান করেন।

আমাদের সমাজ আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত একটি সমাজ। এ সমাজে বহু কলহ দ্বন্দ্ব এমনকি হত্যা, তালাক পর্যন্ত এই আর্থিক লেন দেনের অনিয়মের কারণে হয়ে থাকে। অনেকেই মালী লেন দেনের ব্যাপারে মোটেই সচেতন নয়। অনেকেই সামর্থ্যের চাইতে উন্নতর জীবন যাপনের লক্ষ্যে ঋণগ্রস্থ হয়ে বিপদগ্রস্থ হয়। আবার কেউ কেউ সামাজিকতা বজায় রাখতেও ঋণগ্রস্থ হয়। এ ক্ষেত্রে সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে, চাদর অনুযায়ী পা রাখতে হবে। এমন কাজ হতে বিরত থাকতে হবে যা অসম্ভব। আর এক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ফরমান সর্বদা নিজেদের সামনে রাখতে হবে। আল্লাহ্ করুন আমরা সবাই যেন আর্থিক লেন দেনের সমূহ অপকারিতা ও কুফল হতে বেঁচে থাকি। আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(১ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

আমার পক্ষ হইতে তবলিগী কার্যক্রম এইভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে যে, আমি পাঞ্জাব ও ভারত বর্ষের অমৃতসর, লাহোর, জলনধর, শিয়ালকোট, দিল্লী, লুধিয়ানা ইত্যাদি শহরে বড় বড় সম্মেলনে নিজে গিয়া খোদাতা'লার পয়গাম পৌঁছাইয়াছি এবং হাজার হাজার মানুষের সম্মুখে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য পেশ করিয়াছি। আরবী, ফার্সী, ইংরেজীতে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে প্রায় ৭০টি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইসলামী দেশসমূহে প্রকাশ করিয়াছি। এই সকল পুস্তকের কপির সংখ্যা হইবে প্রায় এক লক্ষ। এই উদ্দেশ্যে আমি কয়েক লক্ষ ইশ্‌তেহারও প্রকাশ করিয়াছি। (১) খোদাতা'লার ফযলে ও তাঁহার হেদায়াতে তিন লক্ষের অধিক লোক আমার হাতে আজ পর্যন্ত তাহাদের পাপসমূহ হইতে তওবা করিয়াছে। এইরূপ দ্রুত বেগে এই কার্যক্রম জারী আছে যে, প্রতিমাসে শত শত ব্যক্তি বয়াত গ্রহণ করিয়া আমার জামাতে প্রবেশ করিতেছে। আমার জামাত সম্পর্কে অন্য দেশের লোকেরা অনবহিত নহে। বরং আমেরিকা ও ইউরোপের দূর দূরান্তের দেশগুলিতে পর্যন্ত আমার দাওয়াত পৌঁছিয়া গিয়াছে। এমন কি আমেরিকায় কয়েক ব্যক্তি আমার জামাতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা নিজেরাই আমার নিদর্শনের প্রমাণ দেওয়ার জন্য অসাধারণ ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্পর্কে নামী পত্রিকাসমূহে ছাপিয়া দিয়াছে। ইউরোপের কোন কোন লোকও আমার জামাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইসলামী দেশগুলিতেও আমার জামাতের লোক আছে। আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে, তিন লক্ষের

---

(১) টীকা : একবার ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে ১৬ হাজার ইশ্‌তেহার ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া আমি ইউরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহা কয়েকটি ইংরেজী পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল ইশ্‌তেহার ইউরোপ ও আমেরিকার এইরূপ অঞ্চলে পৌঁছানো হইয়াছিল, যেখানে লোকেরা ইসলামের সৌন্দর্যাবলী সম্পর্কে অনবহিত ছিল। ওয়েব নামক আমেরিকাবাসী এক ইংরেজ তখনো মুসলমান হয় নাই। তাহার নিকট এই ইশ্‌তেহার পৌঁছার পর সে মুসলমান হইয়া গেল এবং এখনো সে মুসলমান আছে।

অধিক ব্যক্তি এই জামাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং হাজার হাজার নিদর্শনের মাধ্যমে এই জামাত সম্পর্কে লোকেরা অবহিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই সালেহ ও পুণ্যবান ব্যক্তি। (১)

---

(১) টীকা: আফসোস! আমার জামাতের ঈমানদারী ও সত্যনিষ্ঠার উপর আপত্তি উত্থাপনকারীরা দেয়ানতদার ও সত্যনিষ্ঠ নহে। এই জামাতে কোন কোন লোক নিজেদের দৃঢ়চিত্ততার ঐ নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহার দৃষ্টান্ত এই যুগে দেখিতে পাওয়া মুস্কিল। উদাহরণস্বরূপ, মৌলবী সাহেবযাদা আবদুল লতীফ সাহেব শহীদ একজন খোদাভক্ত ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দৃঢ়চিত্ততার উপর ন্যায়পরায়ণতার সহিত দৃষ্টিপাত করা উচিত এবং ভাবা উচিত পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি কি ইহার চাইতে অধিক দৃঢ়চিত্ততার নমুনা দেখাইতে পারে? উক্ত মৌলভী সাহেব আরবী ভাষায় একজন উচ্চ পর্যায়ের সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সারা জীবন হাদীস ও কুরআন শরীফের দরস দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ইলহামও হইত। প্রায় ৫০ হাজার লোক তাঁহার অনুবর্তিতাকারী ও শিষ্য ছিল। তাঁহার জাগতিক সম্মানও ছিল অনেক। এমন কি কাবুলের আমীরদের নিকট তিনি একজন বুযুর্গ ও যুগনেতা হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অধীনে কাবুলে তাঁহার জায়গীর ছিল। আমার সত্যতা স্বীকার করার দরুন তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। আমাকে অস্বীকার করার জন্য তাঁহাকে অনেক বুঝানো হইয়াছিল। ইহাতে তিনি বলেন, আমি নির্বোধ নই। আমি দূরদৃষ্টির পথ ধরিয়া ঈমান আনিয়াছি। আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; বরং প্রাণ বিসর্জন করিব। আমীর কয়েকবার তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, আপনি একজন বুযুর্গ ব্যক্তি। কিন্তু লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে হৈ চৈ করিতেছে। সময়ের দাবী বুঝিয়া নিন। তিনি বলেন, আমি ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেই। আমি আমার ঈমানকে বিনষ্ট করিতে চাহি না। আমি জানি আমি যাহার হাতে বয়াত করিয়াছি তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি জগতের সকলের চাইতে উত্তম। আগমনকারী মসীহ তিনিই এবং ঈসা মরিয়া গিয়াছেন। তখন মৌলবীরা হৈ চৈ করিয়া উঠিল যে, এই ব্যক্তি কাফের হইয়া গিয়াছে। তাহাকে কেন হত্যা করা হইবে না? এতদসত্ত্বেও আমীর হত্যা করার ব্যাপারে বিলম্ব করিলেন। অবশেষে মৌলবীরা এই অজুহাত দাঁড় করাইল যে, ইহারা জেহাদ অস্বীকার করে এবং বলে, অন্য জাতির সহিত ধর্মের জন্য তলোয়ারের যুদ্ধ করা উচিত নহে। বস্তুতঃ মৌলবী সাহেব এই অভিযোগ অস্বীকার করিলেন না এবং বলিলেন, এই ওয়াদাই আছে আছে যে, মসীহকে খোদা আকাশ হইতে সাহায্য করিবেন। তিনি আরো বলেন, এখন জেহাদ নিষিদ্ধ। ইহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রস্তরাঘাতে

(টীকার অবশিষ্টাংশ ৬-এর পাতায় দেখুন)

প্রশ্ন (৮)

যদিও আমাদের ঈমান এই যে, নিছক শুষ্ক তওহীদ নাজাতের জননী হইতে পারে না। এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা হইতে পৃথক হইয়া কোন আমল মানুষকে নাজাতপ্রাপ্ত বানাইতে পারে না তবুও হৃদয়ের প্রশান্তির জন্যে আবেদন করিতেছি যে, আবদুল হাকিম খান যে আয়াত লিখিয়াছে ইহার অর্থ কি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে এই আয়াত লিখিয়াছে,

ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ٥

(সূরা আল-বাকারা—আয়াত ৬৩)।

(অর্থ :—নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং খৃষ্টানগণ এবং সাবীগণ—(তাহাদের মধ্যে) যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর (পূর্ণ) ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল (পুণ্য কর্ম) করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট (যথাযোগ্য) পুরস্কার —অনুবাদক)। সে এই আয়াতটিও লিখিয়াছে,

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه

(সূরা আল-বাকারা—আয়াত ১১৩)।

(অর্থ :—না, বরং যে-কেহ আল্লাহ্র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় সেই ক্ষেত্রে তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে —অনুবাদক)। অতঃপর সে

(৫-এর পাতার টিকার অবশিষ্টাংশ)

হত্যা করা হইল এবং তাঁহার পরিবার পরিজনকে গ্রেফতার করিয়া কাবুল রাজ্যের এক দূরান্তের নিভৃত কোণে পৌঁছানো হইল এবং তাঁহার দলের লোকেরা এই সেলসেলায় প্রবেশ করিল। এখন লজ্জা-শরমের সহিত ভাবা উচিত যে-ব্যক্তি জাগতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সম্মানিত ছিল এবং যে আমার জন্য জীবন দিল, তাঁহার সহিত আবদুল হাকিমের তুলনা হইতে পারে ও সম্পূর্ণরূপে আরবী জ্ঞানশূন্য এইরূপ ব্যক্তি যদি ধর্মত্যাগী হইয়া গেল তবে ধর্মের কি ক্ষতি সাধিত হইল? অনুরূপভাবেই মৌলবী বলিয়া কথিত ইমাদউদ্দীন ধর্মত্যাগী হইয়া খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল। সেইবা ইসলামের কি ক্ষতি বৃদ্ধি করিয়াছিল? আবদুল হাকিমই বা কি ক্ষতি সাধন করিবে? অনুরূপভাবে এই সময়ে ধর্মপালও ইসলাম ত্যাগ করিল। সেই বা কি ক্ষতি সাধন করিল?

درکار خانه عشق از کفر ناگزیر است
آتش کرا بسوزد گر بو لهب نباشد

(অর্থ : প্রেম সাধনার প্রেমিকের গৃহে "কুফরী" চলার পন্থা নাই। অগ্নি কাহাকে দাহন করিবে, আবু লাহাবই না থাকে যদি—অনুবাদক)

এই আয়াতও লিখিয়াছে,

تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله

(সূরা আলে ইমরান—আয়াত ৬৫)

(অর্থ :—তোমরা এমন এক কথায় যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান—আমরা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকেই আমরা শরীক না করি এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভু স্বরূপ গ্রহণ না করে। —অনুবাদক)।

উত্তর ঃ বলা বাহুল্য কুরআন শরীফে সকল আয়াত বর্ণনা করার অর্থ এই নহে যে, রসূলগণের উপর ঈমান আনা ছাড়াও নাজাত পাওয়া যাইবে? বরং অর্থ এই যে, এক ও অদ্বিতীয় খোদা এবং পরকালের উপর ঈমান আনা ছাড়া নাজাত পাওয়া যাইবে না। (১) আল্লাহ্র উপর কেবল তখনই সম্পূর্ণ ঈমান আনা হয় যখন তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনা হয়। ইহার কারণ এই যে তাঁহারা আল্লাহ্র গুণাবলীর বিকাশস্থল এবং কোন বস্তুর অস্তিত্ব, তাঁহার গুণাবলীর অস্তিত্ব ছাড়া প্রমাণের মার্গে পৌঁছে না। এই জন্য আল্লাহ্তা'লার গুণাবলীর জ্ঞান ছাড়া তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থাকিয়া যায়। কেননা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্তা'লা কথা বলেন, তিনি গোপন বিষয়সমূহ জানেন, তিনি দয়া বা শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন—তাঁহার এই সকল গুণাবলী তাঁহার রসূলগণের মাধ্যম ছাড়া জানা যায় না। কীভাবে এইগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? যদি এই সকল গুণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত না হয় তবে খোদাতা'লার অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না। এমতাবস্থায় তাঁহার উপর ঈমান আনার কি অর্থ হইবে? যে ব্যক্তি খোদার উপর ঈমান আনিবে তাহার জন্য খোদার গুণাবলীর উপর ঈমান

---

(১) টীকা : কুরআন শরীফে আল্লাহ্র রীতি এই যে, কোন কোন জায়গায় বিস্তারিতভাবে বলা হয় এবং কোন কোন জায়গায় সংক্ষেপে বলা হয় এবং পাঠকদের জন্য ইহা জরুরী যে, তাহার সংক্ষিপ্ত আয়াতসমূহের এইরূপ অর্থ করিবে যাহাতে উহারা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আয়াতসমূহের বিরোধী না হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, খোদাতা'লা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, শেরেক ক্ষমা করা হইবে না। কিন্তু কুরআন শরীফের এই আয়াত ان الله يغفر الذنوب جميعا (সূরা আয্ যুমার—আয়াত-৫৪)। (অর্থ :—নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন—অনুবাদক)। উপরোক্ত আয়াতের বিরোধী বলিয়া মনে হয়, যেখানে লেখা হইয়াছে যে, শেরেক ক্ষমা করা হইবে না। অতএব ইহা বক্রতার কাজ হইবে যদি এই আয়াতের অর্থ অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের বিরোধী অর্থ করা হয়।

আনাও জরুরী এবং এই ঈমান তাহাকে নবীগণের উপর ঈমান আনিতে বাধ্য করিবে। কেননা উদাহরণস্বরূপ খোদার বাক্যালাপ করা ও কথা বলা তাঁহার বাক্যালাপের প্রমাণ ছাড়া কীভাবে বুঝা যাইবে ? কেবল নবীগণই প্রমাণসহ এই এই বাক্যালাপের উপস্থাপনকারী।

অতঃপর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন শরীফে দুই প্রকারের আয়াত আছে। একটি হইল অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট যেমন এই আয়াত

ان الذين يكفرون بالله و رسوله و يريدون ان يفرقوا بين الله و رسله و يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ○ اولئك هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا ○

(সূরা আল-নেসা—আয়াত ১৫১-৫২)। অর্থাৎ যে সকল লোক এইরূপ ঈমান আনিতে চাহে না যে, খোদার উপরও ঈমান আনিবে এবং তাঁহার রসূলগণের উপরও ঈমান আনিবে এবং যে খোদাকে তাঁহার রসূলগণের নিকট হইতে পৃথক করিতে চাহে এবং বলে যে, কাহারো কাহারো উপর আমরা ঈমান আনি এবং কাহারো কাহারো উপর ঈমান আনি না এবং মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা রাখে, এই সকল লোক প্রকৃতপক্ষে কাফের এবং পাকা কাফের। আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। ইহা হইল অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট আয়াত। আমি ইহার বিস্তারিত ব্যখ্যাও লিখিয়াছি।

দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত হইল দ্ব্যর্থবোধক। ইহাদের অর্থ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদিগকে এই সকল আয়াতের জ্ঞান দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল লোকের হৃদয়ে মোনাফেকীর ব্যাধি আছে তাহারা অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের কোন পরোয়া না করিয়া দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের অনুসরণ করে। অদ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের চিহ্ন এই যে, খোদাতা'লার কালামে এই সকল আয়াত বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান আছে এবং খোদাতা'লার কালাম ইহাদের দ্বারা ভরপুর। ইহাদের অর্থ খোলামেলা হইয়া থাকে। এইগুলি অমান্য করিলে অবশ্যই বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ব্যাপার দেখিয়া লও। যে সকল ব্যক্তি কেবল খোদাতা'লার উপর ঈমান আনে এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে না তাহাদিগকে খোদাতা'লার গুণাবলীর অস্বীকারকারী হইয়া পড়িতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের যুগে ব্রাহ্ম নামে একটি নূতন সম্প্রদায় আছে। তাহারা খোদাতা'লাকে মান্য করে বলিয়া দাবী করে। কিন্তু তাহারা নবীগণকে মান্য করে না। তাহারা খোদাতা'লার কালামের অস্বীকারকারী। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যদি খোদাতা'লা শুনেন তবে তিনি কথাও বলেন। অতএব যদি তাঁহার কথা বলা প্রমাণিত না হয় তবে শুনাও প্রমাণিত হয় না। এইভাবে এইরূপ ব্যক্তিরা

খোদাতা'লার গুণাবলীর অস্বীকার করিয়া নাস্তিকের ন্যায় হইয়া পড়ে। খোদাতা'লার গুণাবলী যেভাবে আদি সেভাবে অনাদিও বটে। এইগুলিকে পর্যবেক্ষণের আকারে কেবল নবীগণই (আলাইহেস সালাম) দেখাইয়া থাকেন। খোদাতা'লার গুণাবলী না থাকিলে তাঁহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই পর্যালোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্-তা'লার উপর ঈমান আনার জন্য নবীগণের (আলাইহেস সালাম) উপর ঈমান আনা কতখানি জরুরী। নবীগণের উপর ঈমান না আনিয়া খোদার উপর ঈমান আনা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অদ্বার্থবোধক আয়াতসমূহের ইহাও একটি চিহ্ন যে, উহাদের সাক্ষ্য কেবল বিপুল সংখ্যক আয়াতের দ্বারাই নহে বরং আমলীভাবেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ খোদার নবীগণের অবিরাম সাক্ষ্য উহাদের সম্পর্কে পাওয়া যায়। যেমন, যাহারা খোদাতা'লার কালাম কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য নবীগণের কেতাবসমূহ দেখিবে তাহারা জানিতে পারিবে যেভাবে খোদার উপর ঈমান আনার তাগিদ রহিয়াছে সেভাবেই তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনারও তাগিদ রহিয়াছে। দ্ব্যর্থবোধক আয়াত সমূহের চিহ্ন এই যে, উহাদের এইরূপ অর্থ করিলে যাহা অদ্বার্থবোধক আয়াতসমূহের বিরোধী হয় অবশ্যই বিশৃংখলা দেখা দিবে এবং অন্যান্য বিপুল সংখ্যক আয়াতের সহিত উহাদের বিরোধ দেখা দিবে। খোদাতা'লার কালামে স্ববিরোধিতা সম্ভব নহে। এইজন্য স্বল্প সংখ্যক আয়াতকে বিপুল সংখ্যক আয়াতের অধীনস্থ করিতে হয়। আমি লিখিয়াছি যে, 'আল্লাহ্' শব্দের উপর চিন্তা-ভাবনা করিলে এই কুপ্ররোচনা দূর হইয়া যায়। কেননা খোদাতা'লার কালামে তাঁহার নিজ বর্ণনায় 'আল্লাহ্' শব্দের এই ব্যাখ্যা আছে যে, আল্লাহ্ ঐ খোদা, যিনি কেতাবসমূহ প্রেরণ করিয়াছেন, নবীগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। লোকেরা রসূল করীমের অনুবর্তিতা করিলে এই মর্যাদা ও সম্মান লাভ করিবে। কেননা রেসালতের জ্যোতির অনুবর্তিতাকারীরা যে মঞ্জিলে পৌঁছিতে পারে, ঐ মঞ্জিলে অন্ধরা পৌঁছিতে পারে না। ইহা খোদার অনুগ্রহ। যাহাকে চাহেন তাহার উপর এই অনুগ্রহ করেন। খোদাতা'লা 'আল্লাহ্' নামকে নিজের সকল গুণ ও কর্মের কর্তা সাব্যস্ত করিয়াছেন। এমতাবস্থায় শব্দটির অর্থ করার সময় কেন এই জরুরী বিষয়টিকে বিবেচনাধী রাখা হইবে না? (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ) বলেন ঃ

- স্মরণ রেখ, সত্যবাদিতা এমন একটি জিনিস যা মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে বলে দেয়।
- আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যিকরে ইলাহীতে ভরপুর হওয়া উচিত।

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৪ই ডিসেম্বর '৮৪ ইং তারিখে লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

কলেমা শাহাদত, তাশাহ্হুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর আকদাস (আইঃ) বলেন :

কোন জাতির রাষ্ট্রপ্রধান যখন জ্ঞান-বুদ্ধি ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসেন এবং হক ও বাতিল—সত্য ও মিথ্যার ফারাক মিটিয়ে দেন, এরূপ অবস্থায় জাতির উপর আপদ ও বিপদাবলী আপতিত হয়ে থাকে এবং ওগুলো চারিদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলে। কুরআন করীম ঐ সব জাতির যে চিত্র তুলে ধরেছে তা থেকে জানা যায় যে, মাটিও তাদেরকে আশ্রয় দেয় না এবং মাটিতেই তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়। আর আকাশ থেকেও আলোর পরিবর্তে আযাব অবতীর্ণ হয়। ওধরনের রাষ্ট্রপ্রধান যারা সত্য মিথ্যার পার্থক্য ঘুচিয়ে দেন এবং নৈতিক বিধিবিধানকে পরিত্যাগ করে বসেন—তাদের কবল হতে সে জাতি যদি পরিত্রাণ লাভের তওফীক না পায় তবে সে জাতিও তাদের রাষ্ট্র-প্রধানের তকদীর বা নিয়তি থেকে অংশ পেয়ে থাকে। অবিকল অনুরূপ আশঙ্কাজনক ভয়াবহ পরিস্থিতি আজকাল পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সেখানকার বর্তমান রাষ্ট্র-প্রধান (একনায়ক জেনারেল জিয়াউল হক), মনে হচ্ছে, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও মানসিক ভারসাম্য দৈনন্দিন হারিয়ে ফেলছেন এবং সমগ্র জাতি তীব্র উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়ছে। কারই সাধ্যে কুলোচ্ছে না, এথেকে মুক্তি পাবার। অন্ধকার থেকে আলোতে আসতে কোনও পথ খুঁজে বের করা যায় কি না সে ক্ষেত্রে সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।

যদ্দুর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্বন্ধ, এর উপর পর্যালোচনার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কেননা আমি একজন ধর্মীয় নেতা (ও পথপ্রদর্শক)। রাজনৈতিক নেতাদের বাক্‌শক্তি যদ্দুর তাদের সহায়ক হয় এবং তার উপর পাহারা বসানো সত্ত্বেও তাদের পক্ষে যদ্দুর নিজেদের মনের অবস্থা ব্যক্ত করা সম্ভব, সে মতে পর্যালোচনা করা তাদের কাজ। কিন্তু একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে, ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নোংরা অপবাদ রটনা এবং মিথ্যে দোষারোপ—এসবই এমন ধরনের ব্যাপার যার সম্বন্ধে তাকে সতর্ক করে দেয়া আমার কর্তব্য। সুতরাং কয়েক দিন পূর্বে পাকিস্তানী পত্রিকাগুলোতে

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের এমন এক বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে যে সম্বন্ধে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধিতে বিশ্বাস হয়ে উঠে না যে, সচেতন কোন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ হতে ওরূপ বিবৃতি প্রচারিত হতে পারে। কিন্তু যখন অদ্ভুত ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটতে থাকে এবং ব্যাপারাদি ভ্রান্ত পথ ধরে চলা আরম্ভ করে দেয় তখন কিছুই বলা যায় না যে, (আসলে) কী ঘটছে। যেমন, আমাদের দেশের (পাকিস্তানের) রাজনীতিও দুর্ভাগ্যবশতঃ তেমন নির্ভরযোগ্য নয় কেননা মিথ্যে অপবাদ দেয়া, মিথ্যে কথা বলা এবং উদ্ভট গুজব ছড়িয়ে দেয়া —এতো তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকাণ্ড। কাজেই Benifit of doubt বা সন্দেহের অবকাশ কোথায় অর্থাৎ কে মিথ্যা হতে মুক্ত বা কে মিথ্যায় লিপ্ত তা ধরার নিশ্চিৎ উপায় নেই। যা হোক বিবৃতিটা এরূপ যে, এটা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে এর দ্বারা সুবোধ, সুস্থ সংস্কৃতি ভদ্রতা, শালীনতা ও হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞানের সকল দাবী ও মাত্রাকে নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে। এ সবের কোন কিছুই আর অক্ষুন্ন রাখা হয়নি। এই বিবৃতির সম্পূর্ণটা পাঠ করে তো আপনাদের শুনাচ্ছি না কিন্তু এর মোক্ষম ও মৌলিক কথাগুলো উপস্থাপন করবো।

এর প্রথম অংশে আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে এই দোষারোপ করা হয়েছে যে, নাউযুবিল্লাহ্ জামাতে আহমদীয়া না-কি হযরতে আকদাস রসূলুল্লাহ (সাঃ-এর অমর্যাদাকারী। তারা না-কি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কঠোর অবমাননা করে থাকে। কী বিস্ময়কর কাণ্ড, যে জামা'ত হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রেমে আত্মবিভোর হয়ে নিজেদের সর্বস্ব এপথে উৎসর্গ করে রেখেছে। যে জামা'ত বিশ্বময় এককভাবে তাঁর (সাঃ) সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে অতুলনীয় এক মহান জিহাদে আত্মনিয়োজিত; যে জামা'ত বিগত এক শ' বছর যাবৎ বিশ্ব জুড়ে ইসলামের মাথা উঁচু করার উদ্দেশ্যে তাদের জানমাল, সহায়-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তথা সর্বকিছু উৎসর্গ করে চলেছে; যে জামা'ত সম্পর্কে দুশমনও কমপক্ষে ইহা অবশ্যই স্বীকার করে নেয় যে, এই জামা'ত অপেক্ষা ইসলামের সাহায্য ও সমর্থনে, ইসলামের মহব্বতের তাড়নায় ইসলামের খিদমতকারী আর কোনও জামা'ত সারা বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যায় না,; যে জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে (আহলে-হাদীস সম্প্রদায়ের প্রধান) মাওলানা মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী লিখেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে বিগত তের শতাব্দী ব্যাপী যদি এরূপ কোন মুজাহিদে-ইসলাম সৃষ্টি হয়ে থাকেন যিনি তার কথন ও ভাষণ, মেধা ও মনন, কর্ম ও আচরণ এবং অর্থ ও সম্পদ, জীবন ও প্রাণ উৎসর্গকরণ, জ্ঞান ও দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের ঐরূপ খিদমত করে থাকেন, তাহলে কেউ দেখিয়ে দিক যে, তিনি মির্যা সাহেব ব্যতীত অন্য কে ছিলেন?! মাওলানা মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী লিখেছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে এমন আর কেউ নেই যিনি মির্যা সাহেবের তুলনায় ওরূপ শান ও মর্যাদায় ইসলামের স্বপক্ষে জিহাদ করে থাকেন। তারপর সে মাওলানা সাহেব তাঁর ঐ বক্তব্যের যথার্থ ও নিশ্চয়তা স্বরূপ জোর দিয়ে বলেন,

বিশ্বের ইতিহাসে দৃষ্টি নিক্ষেপে চিহ্নিত করে দেখাও এমন কে সে ব্যক্তি যে মির্যা সাহেবের মোকাবেলায়, ইসলামের স্বপক্ষে জিহাদের ক্ষেত্রে, তাঁর সমকক্ষতার দাবী করতে পারে। উক্ত বক্তব্যটি যদিও আমার ভাষায় কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ভাবা অত্যন্ত জোরালো। আক্ষরিক ভাবে উহাতো আমার মুখস্ত নেই কিন্তু প্রত্যেক বার উহা পাঠে মানুষের মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয় এবং হৃদয় বড়ই আস্বাদিত ও অভিভূত হয়। সেই ব্যক্তি যিনি আকীদার দিক দিয়ে হযরত মির্যা সাহেবের মোকাবিলায় ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন। যদিও তাঁর সাথে আলেমসুলভ সম্পর্ক তো ছিল, কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের আকায়েদের সাথে তাঁর কোন দূরবর্তী সম্পর্কও ছিল না। তথাপি যখন আল্লাহ্‌তা'লা তার মুখ দিয়ে সত্য বলালেন, তখন সত্য উচ্চারিত হলো এমন কি সজোরে উচ্চারিত হলো।

একবার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব সম্পর্কে কোন ব্যক্তি স্যার ফযল হুসেন সাহেবের নিকট অভিযোগ করলো, 'আপনি তো চৌধুরী সাহেবকে বুকে লাগান, অথচ তিনি আহ্‌মদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত, যারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অমর্যাদা ও অবমাননাকারী।' তৎক্ষণাৎ তিনি 'দুররে সামীন' (হযরত মির্যা সাহেবের রচিত কবিতাবলীর সংকলন) বের করে আনলেন এবং বল্লেন, "আমার তো অন্য কিছু জানা নেই। যদি কারো মাঝে ভদ্রতা ও শালীনতার লেশ মাত্রও থাকে সে এই রচনাবলীই পড়ে নিক। তারপর সে অন্য কোন অপবাদ দিতে চাইলে দিতে পারে, কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি বেয়াদবি ও শত্রুতার অপবাদ দিতে পারে না। তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠ আর কোন রসূল-প্রেমিক তো আমার চোখে পড়েন নি।" ইহা ঐ যুগের কথা যখন রাজনীতির অঙ্গণে ভদ্রতা, শালীনতা ও লাজ-লেহাজ বিদ্যমান ছিল, যখন মানবীয় মর্যাদার মূল্যবোধ-সমূহ তখনও সজীব ছিল। কিন্তু এ তো অনেক পুরনো কথা। ইতোমধ্যে দেশ-দেশান্তরে পরিবর্তন ঘটেছে। জাতিসমূহের অবস্থাবলী ও চারিত্রিক মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন ঘটেছে। ইউরোপেও ঘটেছে। এশিয়ায়ও ঘটেছে, আমরা এখন এরূপ এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি সেখানে রাজনীতি তো রাজনীতিই, ধর্মীয় নেতারাও ঐ সকল মূল্যবোধ বিবর্জিত হয়ে পড়েছেন, যে সব মূল্যবোধ তাদের ধর্ম তাদের উপর ন্যস্ত করে। এতে প্রতীয়মান হয়, দুনিয়াতে কোনও রকম মূল্যবোধের মানদণ্ড আর অবশিষ্ট থেকে যায় নি।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত এবং এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ-এর বিরুদ্ধে এই অপবাদ যে, নাউযুবিল্লাহ তিনি ও তাঁর জামাত রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ-এর অবমাননাকারী; এর চেয়ে পৈশাচিক মিথ্যে ও অত্যাচারমূলক অপবাদ আর কিছু দেয়া যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ মাওউদ ইমাম মাঁহ্‌দী (আঃ)-ই তো আমাদেরকে রসূল (সাঃ)-প্রেম শিখিয়েছেন। কীভাবে মহব্বত করতে হবে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ঐ সকল আদব-কায়দা

ও রীতি-নীতি তিনিই (আঃ) আমাদেরকে জানিয়েছেন। কীভাবে মহব্বত করতে হয় হযরতে আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ)-কে, কেমন করে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নামে—ঐ সব পদ্ধতি তিনিই তো আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন ঃ

"জান ও দিলম ফিদায়ে জামালে মুহাম্মাদস্ত্‌।
খাকাম নিসারে কূচায়ে আলে মুহাম্মাদস্ত্‌ ॥
ইঁ চাশ্‌মায়ে রাওয়াঁ কেহ্‌ বে-খাল্‌কে খোদা দেহাম।
ইয়েক্‌ কাতরা'য বাহ্‌রে কামালে মুহাম্মাদস্ত্‌ ॥

(মনে প্রাণে আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সৌন্দর্যে উৎসর্গীকৃত।
আমার সর্বস্ব মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিবার ও বংশধরের পথে লুণ্ঠিত ॥
এই প্রবহমান প্রস্রবণ যা আমি আল্লাহর সৃষ্টজীবের কাছে তুলে ধরছি
এ তো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তত্ত্বজ্ঞানের মহাসাগরের একটা বিন্দুমাত্র)।

তিনিই আমাদের জানিয়েছেন, "যদি তোমরা জীবিত ও জীবনের প্রকৃত সুখ ও স্বাদ প্রত্যাশী হয়ে থাক (অর্থাৎ রূহানী জীবনের), তাহ'লে ঐ যাবতীয় সুখ ও আস্বাদ নিহিত রয়েছে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর এশ্‌ক ও প্রেমের প্রস্রবণেই।"

তিনিই আমাদের জানিয়েছেন, যে-জীবন তাঁর অন্তঃকরণ ও দোরগোড়া হ'তে দূরে অবস্থিত এবং তাঁর 'ইরফান' (তত্ত্বজ্ঞান) শূন্য, সে জীবন টিকে থাকার অনুপযুক্ত। তার চেয়ে সেই মৃত্যু শ্রেয়ঃ যা সঙ্গত ও অসঙ্গত এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয়ের জ্ঞান ও অনুভূতিশূন্য।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন, "আমার কোন মাকাম ও মর্যাদা নেই ইহা ব্যতীত যে, আমি হচ্ছি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর পদধূলি। এ অধমের উপরে যে সব বরকত ও আশিস তোমরা অবতীর্ণ হতে দেখতে পাচ্ছ এসবই কেবল তাঁর (সাঃ) প্রতি অসংখ্যবার দরূদ প্রেরণের বরকত ও আশিস মাত্র। এসবই রসূল (সাঃ)-এর প্রেমভরা দরূদের জবাবে অবতীর্ণ।"

তিনিই আমাদের জানিয়েছেন, "সব হামনে উস্‌সে পায়া, শাহেদ হ্যায় তু খোদায়া।/ উও জিসনে হাক্‌ দেখায়া উও মাহ্‌লকা এহী হ্যায় ॥"

উস নূর পর ফিদা হুঁ, উস কা হী ম্যায়ঁ হুয়া হুঁ।/ উও হ্যায়, ম্যায়ঁ চীয কেয়া হুঁ, বস! ফয়সালা এ্যাহী হ্যায় ॥"

[এসব কিছু (মর্যাদা ও তত্ত্বজ্ঞান) তাঁর (সাঃ) কাছ থেকেই পেয়েছি, হে খোদা! তুমি এর সাক্ষী। একমাত্র তিনি সত্য (খোদাকে আমায়) দেখিয়েছেন। চতুর্দশীবৎ প্রেমাস্পদ তিনিই]।

উর্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষায় রচিত তার গ্রন্থাবলী খুলে দেখুন। তাঁর রচিত পদ্য কি গদ্য—যে কোন রচনার প্রতি তাকিয়ে দেখুন। এই দোষারোপকারীদের চৌদ্দ পুরুষ (তথা সকল পূর্ব পুরুষ) রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় ও প্রেমে যা-কিছু রচনা করেছে, তা সবই যদি একত্রিত করে বাটখাড়ার এক পাল্লায় রেখে দেন, আর অন্য দিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর রচনাবলীর একটিও রেখে ওজন করেন তাহ'লে খোদার কসম! আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে হযরত মসীহ মাওউদ কর্তৃক হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রশংসা ও প্রেম নিবেদনের যে কোনও একটি নমুনাই তাদের সকলের মিলিত রচনার চেয়ে বহুগুণ অধিক ভারী সাব্যস্ত হবে।

এদের সকল লিখা ও বক্তব্য নিতান্ত ভাসা-ভাসা ও অন্তঃসারশূন্য এবং সংসারাসক্তি-পূর্ণ বাহ্যিক ও জাগতিক প্রেম প্রকাশের পরাকাষ্ঠা মাত্র। খোদাতা'লার দৃষ্টিতে এগুলোর কোনই মূল্য নেই। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর রসূল-প্রেমের মোকাবেলায় এগুলো মোটেই টিকতে পারে না। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে এবং তাঁর মান্যকারীদের বিরুদ্ধে এই জঘন্য অপবাদ যে, তাঁরা কি-না নাউযুবিল্লাহ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বেয়াদবী ও অমর্যাদা করে থাকে?!

তারপর বক্তব্যটিতে এসব কথার যে উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা শ্রবণ করুন। বিবেক-বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে, একজন রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে এই বাণী অবতীর্ণ হচ্ছে! কী অদ্ভুত বাণী: "যদি কারো বাপকে কেউ গালি দেয়, সে তাকে কতল করে ফেলে। তাই আমরাও কী ক'রে বরদাশ্‌ত করতে পারি? যদি কেউ (নাউযুবিল্লাহ) আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে গালমন্দ দেয়, আমরা কি তাকে ছেড়ে দিব?!" বিস্ময়োদ্দীপক ব্যাপার! কী রহস্য এ কথার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে তা একটু চিন্তা করে দেখুন।

প্রথমতঃ পাকিস্তানী সরকার উভয় পক্ষকে হত্যাযজ্ঞ ঘটাবার জন্যে প্ররোচনা দিচ্ছে। যে পক্ষের উপর শান্তি রক্ষার দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত তাদের প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক দিকে আহমদীদের বিরুদ্ধে নিতান্ত মিথ্যে অপবাদ আরোপ ক'রে মুসলমানদেরকে উস্কানি দেয়া হচ্ছে এই বলে যে, "হে মুসলমানরা! আমি রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তোমাদেরকে জানাচ্ছি, এরা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবমাননাকারী। তোমরা এদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ কর। আর অন্যদিকে আহমদীদেরকে তাদের আত্ম-মর্যাদাবোধে আঘাত দিয়ে উত্তেজিত করার প্রয়াস পাচ্ছে এই বলে যে, 'আমি এবং আমার ভক্তরা—আমরা সবাই দিনরাত হযরত মির্যা সাহেব মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে গালমন্দ দিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের পিতাদের চেয়েও তোমাদের ইমামের জন্যে কি তোমাদের আত্ম-মর্যাদাবোধ নেই? তোমরা কেন তার জন্যে আমাদেরকে হত্যা করতে শুরু কর না?

মূর্খতারও একটা সীমা আছে এবং দায়িত্বহীনতারও একটা সীমা থাকে। দুনিয়ার ইতিহাসে কোনও রাষ্ট্র প্রধানের মুখে ওরূপ কথাবার্তা আপনারা অবশ্যই কখনও শুনেন

নি যেরূপ পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্র প্রধানের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে। এ যেন অদ্ভুত ধরনের তত্ত্বজ্ঞানের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে। দুনিয়ার কোনও মাপকাঠি অনুযায়ী এর মধ্যে কোনও রকম আলোর লেশমাত্রও নেই। শালীনতা, ভদ্রতা ও দুনিয়ার সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে যাচাই করে দেখুন। রাজনৈতিক ভাষার একটা রীতিনীতি আছে, সেদিক দিয়েও দেখুন। ধর্মীয় মূল্যবোধের মাপকাঠি তো নিঃসন্দেহে অনেক উচুঁ। সাধারণভাবে মানব-মর্যাদা সম্পর্কে ঐসব লোক, যারা খোদার অস্তিত্বেও বিশ্বাস রাখে না তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের দিক দিয়েও যাচাই করে দেখে নিন। যে কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নতম মাপকাঠিতে উক্ত বিবৃতির মধ্যে আলোর ছিটেফোটাও পরিলক্ষিত হবে না। এর মাঝে রয়েছে কেবল অন্ধকার, আর অন্ধকার। অধিকন্তু এ কথা বলা যে, 'যারা গালমন্দ দেয়, তাদের সাথে আমরা এমন করবো, তেমন করবো।' নাউযুবিল্লাহ জামাত আহমদীয়ার আদর্শ ও আচরণে তো গালির কোন রীতিই নেই। কাউকে গালি দেয়া সম্বন্ধে তো আহমদীয়া জামাতের প্রকৃতি ও স্বভাব-চরিত্র সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের আদর্শ ও আচরণ জগতময় আপনাদের সকলের সামনে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা আছে। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে একশ' বছরের এই ইতিহাস অবারিত। এর সাক্ষ্য হচ্ছে, গালি-গালাযকারী হচ্ছেন এই জামাতের বিরুদ্ধবাদীরা। গালমন্দ দেবার বদ্ধমূল স্বভাব হচ্ছে তাদের এবং বর্তমান (১৯৮৪ইং) পাকিস্তান সরকারের। যারা এই জামাতের পবিত্র প্রাতষ্ঠাতা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে কঠোর ও অশ্লীলতম ভাষায় গালমন্দ দিয়ে জগতময় সবাইকে উত্তেজিত করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছেন। এবং এতে গৌরব অনুভব করছেন যে, এই কাজটি ক'রে তাদের দ্বারা ইসলামের বিরাট খেদমত সাধিত হচ্ছে।

এই জামাতের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তারা গালমন্দে ও কটূক্তিতে না কখনও বিশ্বাসী হয়েছে, না কখনও এসব পঙ্কিলতায় লিপ্ত হয়েছে, না তারা ইহাকে মানবীয় মূল্যবোধ হিসাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। আহমদীয়া জামাত যে ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, যে রসূলের (সাঃ) সহিত সংযুক্ত এবং যে নেতা ও প্রভুর (সাঃ) ভালবাসার দাবীদার এবং যাঁর প্রেমে আত্ম-বিভোর, তাঁর সুবাদে তাদের পক্ষে কাউকে কখনও গালিমন্দ দেয়া বা কটূক্তি করা সাজেই না, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শান ও মর্যাদায় আঘাত বা কটাক্ষ ও বেয়াদবী করা তো সদূর পরাহত। খোদাতা'লার গৌরব ও মাহাত্ম্যের কসম খেয়ে আমরা বলছি—খোদার যতগুলো পবিত্র নাম আছে সে-সব নামের কসম খেয়ে বলছি—সে সব নামেরও যা মানুষ জানে এবং ঐ সকল নামেরও, যা মানুষের জ্ঞানাতীত যে, আমরা হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আপাদমস্তক আশিক (প্রেমিক)। তাঁর পায়ের ছাপেরও আশিক। আমরা সেই জীবনের প্রতি অভিসম্পাত করি, যা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্কচ্যুত। যদি এই অপবাদ সত্য হয়, তা'হলে হে খোদা ॥

আমাদের উপরও অভিশাপ বর্ষিত কর এবং আমাদের বংশধরদের প্রতিও কিয়ামত ব্যাপী অভিশাপ বর্ষিত করতে থাক। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে সামান্যতম সম্পর্ক-চ্যুতি, যা আমরা আদৌ ভাবতেও পারি না, ওটাই প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তুরস্থকে আমরা কখনও গ্রহণ করে নিতে পারি না। আর এই অপবাদ যদি মিথ্যে হয়ে থাকে, তাহ'লে কুরআন করীমের ভাষা ছাড়া অন্য কোন-কিছুই আমি উচ্চারণ করতে চাই না: "লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন। লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন। লা'নাতু-আলাল কাযেবীন।" (মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক)। এখন আসমান-যমীনের মালিক আল্লাহই জানাবেন এবং অনাগত ভবিষ্যৎ ইতিহাস বলে দিবে, আসমান কার উপর লা'নত বর্ষণ করছে, আর কার উপর তিনি তাঁর রহমত ও আশিস-ধারা বর্ষিত করে থাকেন, কাকে তিনি সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবিত ও স্মরণীয় ক'রে রাখেন এবং কাকে তিনি বিল্লতি ও লাঞ্ছনা এবং অকৃতকার্যতার কষাঘাতে স্মরণীয় ক'রে রাখেন।

গালমন্দ দেওয়া আমাদের তো রীতি ও আদর্শ নয়। তবে সে-দেশের এটাই সাধারণ রীতি, যে-দেশে বসে এসব কথা বলা হচ্ছে (উক্ত বিবৃতি দেয়া হচ্ছে)। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বাপদেরকে গালি দেওয়াতে কতল করে ফেলা তো বহু দূরের কথা। অতীতে হয়তো বা ওরূপ কখনও করা হতো। এখন তো মা-বোন-বিবি ও বাপ মা তুলে অশ্লীল গালি গালায় করা তো পাকিস্তানের অলি-গলিতে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার যা সেখানে সবখানেই শুনা যায়। চিনিউটের বাজারগুলোতো আপনারা ঘুরে ফিরে দেখে নিন, এদের ঘর বাড়ী থেকেও অশ্রাব্য কটু কথা উচ্চারিত হতে শুনতে পাবেন। এবং এদের রাস্তা-ঘাটগুলো থেকেও। জিলা ঝং-এর গ্রামগুলোতে আপানারা চলে যান। সেখানে শুনতে পাবেন, তারা গবাদি পশুকেও মা-বাপ তুলে গালি দিতে থাকে। এবং নিজেদের মা-বাপকেও তাদের মা-বাপ তুলে গালি দিতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ কাউকে কতল করে না। এ তো নিতান্ত সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত তো গালিগালাযের ধার ধারে না। কিন্তু যাদের এটা রীতি তাদের ব্যাপারও এখন সীমা ছাড়িয়ে বহু দূর এগিয়ে গেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কঠোর ও কঠিনতম নির্যাতন চালানো হচ্ছে আহমদীয়া জামাতের উপর এবং অশ্লীলতম ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রকৃত ও সত্যিকার প্রেমিক হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে, তা সত্ত্বেও জামাতের প্রতি সম্পূর্ণ ধৈর্য ধারণের নির্দেশ ও উপদেশ রয়েছে। গালি শুনে দোয়া দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। আর তারা সকলেই তা পালন করে থাকে। কাজেই জামাতের ধৈর্যগুণের পরিধিকেও আল্লাহ্তা'লা বাড়িয়ে চলেছেন। খোদাতা'লার ফযলে আহমদীয়া জামাতের কোন একজন সদস্যও অন্য কাউকে দৈহিক ক্ষতি সাধনের কথা কল্পনাও করে না এ বলে যে, তাকে গালি দেয়া হয়। কিন্তু যাদের

আদর্শ গালিগালায় এবং যারা এসবে বিশ্বাসী, তাদের সামনে তো খোলাখুলি পরীক্ষা উপস্থিত। সুতরাং (লাহোরে) দাতাসাহেবের দরবারে (মাজারে) বিগত ওরশ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ বেরেলভী (সুন্নী) একত্রিত হয় এবং ইহা সত্ত্বেও যে, সরকার চতুর্দিকে শক্ত পাহারা বসিয়েছিলেন, ঐসব পাহারাকে ছিন্ন করে দিয়ে, সেগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তারা একত্রিত হয়। সরকারী যান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষম ও অচল সাব্যস্ত হয়। বিপুল ও উন্মত্ত গণসমাবেশের এক ঢল নেমে ছিল সেখানে। সেই মহা গণ-জমায়েত হ'তে দু'রকমের গালিগালায় উত্থিত হয়। এক, ঐসব লোকদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কটাক্ষ ও অবমাননাকারী বলে আখ্যায়িত করা হয় যারা আহমদীয়া জামাতকে অবমাননাকারী বলে থাকে। আর এত কঠিন ও তীব্র ভাষায় গালিগালায় করা হয় দেওবন্দী, আহলে হাদীস ও ওহাবী মতাবলম্বীদেরকে, এবং খোলাখুলি-ভাবে উচ্চারিত হয় যে, "আসল নোংরা এবং পঙ্কিল প্রকৃতির লোক তো হচ্ছে এরা এবং এরাই হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আসল কটাক্ষকারী, অবমাননাকারী। এসব লোকের রসূল অবমাননাকে কখনও উপেক্ষা করা যাবে না। কখনও সহ্য করা হবে না।" খোদাতা'লার কী অদ্ভুত ধরনের এই তক্‌দীর !! এক দিকে সরকারী ভাড়া করা এই আহ্‌রারী-তাহাফ্‌ফুযী ও দেওবন্দীদের মৌলবীরা যারা আমাদের বিরুদ্ধে লেগে আছে, আমাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অবমাননাকারী বলে আখ্যায়িত করার জন্য। কিন্তু অন্য দিকে আল্লাহতা'লার তক্‌দীর ও ফিরিশ্‌তারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদেরকে এদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে চলেছে। এরা এখন ওদের বিরুদ্ধে সকলকে উস্কানি দিচ্ছে। এদের অন্তরে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তারাই ইহার উদ্রেক করছেন যে, উঠ এবং সেই নিরীহ নিরপরাধী জামাতের পক্ষ থেকে, যাদের মুখ আমি (খোদা) বন্ধ করে রেখেছি তাদের বিরুদ্ধবাদীদেরকে জবাব দাও। উঠ এবং ধৈর্যের বাঁধন ছিন্ন করে ফেল ঐ জামাতের পক্ষ থেকে, যাদেরকে ধৈর্যের হেফাযত করতে এবং বাঁধন কষে ধরে রাখতে আমি তাকিদ দিয়ে রেখেছি। লক্ষ্য করুন! খোদাতা'লার কী বিস্ময়াতীত নিদর্শন! উক্ত ব্যাপারটির এখানেই শেষ নয়, বরং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান (জিয়াউল হক)-এর বিরুদ্ধে (দাতা সাহেবের দরবারে) সমবেত ঐ গণসমুদ্রের পক্ষ থেকে এতো অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করা হয় যে, পাকিস্তানের সমগ্র ইতিহাসে কোন রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে তো দূরের কথা, কোন নোংরা পশুর বিরুদ্ধেও কখনও এতো অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ করা হয়নি। সে-যে কী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা আপনারা কল্পনাও করতে পারেন না। আমি চাঁচ্ছিলাম না যে, দুনিয়া এসব কথা জানুক বা দুনিয়াকে এসব কথা জানাই। আমাদের কাছে তো সঙ্গে সঙ্গে সকল টেপ পৌঁছে যায়, সমস্ত খবর আসতে থাকে। তবে সমীচীন মনে করছিলাম না। কিন্তু আমাদের আকা ও মৌলার (সাঃ) উপর এমন নোংরা

আক্রমণ করা হয়েছে অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে তাঁর প্রভু ও নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) অবমাননাকারী বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। তথাপি এর প্রত্যুত্তরে আমার মুখে আদৌ কোন গালি আসবে না। কিন্তু তাঁকে (জেনারেল জিয়াউল হক্‌কে) আমি ইহা জানাতে চাই যে, আপনাকে দুনিয়া কীভাবে স্মরণ করছে? আপনার দেশের লোক আপনাকে কি বলে স্মরণ করছে? সিন্ধু প্রদেশের রাস্তা-ঘাট, বাজার, হাট, প্রান্তর ও মাঠ এবং সেখানকার জনবসতিসমূহ আজ আপনার সম্পর্কে কি বলছে এবং বেলুচিস্তানের ভাষায় আপনাকে কি নাম দেয়া হয়েছে। আর পাঞ্জাবের উদ্যমশীল তেজস্বী জনগণ, যারা আহলে-সুন্নত নামে অভিহিত, যারা রসূল-প্রেমের দাবীদার, তাদের মুখে আপনার কি নাম পড়েছে—সেদিকেও একটু দৃষ্টি দিন। তারপর যদি আপনার এই কথা—পিতার বিরুদ্ধে কোন অবমাননাকর কথা বরদাশ্‌ত করা যায় না। তার সন্তানেরা ঐ ব্যক্তিকে কতল করে দেয়—এ কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে ঐ ওহাবী ও দেওবন্দী, যারা আপনাকে 'আমীরুল মোমেনীন'-এর উপাধি দিয়েছে, যার মানে আপনি তাদের কাছে পিতার চেয়েও উর্দ্ধতন মর্যাদা রাখেন এবং সে মর্যাদা তারা আজ আপনাকে দিচ্ছে। কাজেই তাদের প্রতি আপনার এই আহ্বান হওয়া উচিত যেন তারা হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করে দেয়। রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এর পরিপ্রেক্ষিতে অনুমতি হওয়া উচিত এই বলে যে, এক দিকে তোমরা আমাকে 'আমীরুল মোমেনীন' মনে করে থাক। এক দিকে তোমরা আমাকে এই সম্মান ও মর্যাদা দিচ্ছ যে, সারা দুনিয়াও যে সমস্যা (আহমদীদের সংক্রান্ত) সমাধান করতে পারে নি, তা আমি পেরেছি। তারপরও কেন আমার বিরুদ্ধে এসব অশ্লীল ও অশ্রাব্য কটু বাক্য শ্রবণ করছো। সেনাবাহিনীর শক্তি আপনার সঙ্গে আছে। এই আহরারী-তাহাফ্‌ফুযী মোল্লাদের শক্তিও রয়েছে আপনার সাথে। কাজেই উঠুন এবং নিজের কথাগুলোকে সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়ে দিন। অর্থাৎ যাকে মানুষ ভালবাসে, যাকে মানুষ পিতাতুল্য মর্যাদা দেয় তার বিরুদ্ধে কটু কথা সহ্য করতে পারে না। তখন আপনার সৈন্যবাহিনী, আপনার পুলিশবাহিনী এবং আপনার ভক্তদের বাহিনী কোথায় গিয়েছিল, যখন লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হয়ে আপনাকে এবং আপনার চেলা-চামুণ্ডাদেরকে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় গালিগালায করছিল! কারও কি তখন আস্পর্দ্ধা ছিল সুন্নীদের ঐ সমাবেশের কাছেও ভীড়ার? কেবল ঐ ভদ্র ও নিরীহ জামাতের উপরই আপনার যুলুম অত্যাচার চলতে পারে, যারা এজন্যে নীরব নয় যে, তারা কাপুরুষ ও ভীত। তারা তো নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। তারা কেবল এজন্যে নীরব যে, খোদাতা'লা তাদেরকে নীরব থাকার আদেশ দিয়ে রেখেছেন। তারা এজন্যে ধৈর্যধারণ করছে যে, পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মহান সুন্নত

তাদেরকে ওরূপ করতে বাধ্য করে রেখেছে। আপনাদের তো কোন সুন্নতে-রসূলের বালাই নেই। কেননা যদি হযরতে আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত ও আদর্শের মর্যাদা আপনাদের দৃষ্টিতে থাকতো, তাহ'লে সেই আদর্শ তো কল্পনাতীত ধৈর্য, স্থৈর্য ও উচ্চাঙ্গীণ আখলাক-চরিত্রের উন্নততম মানের পরিচায়ক, যা পূর্বেও কেউ দেখে নি এবং কিয়ামতকাল ব্যাপী কেউ দেখবে না। মহান পুরস্কারপ্রাপ্ত ছিলেন ঐ সকল ব্যক্তি, যাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তরবীয়ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। আজো তদ্রূপ ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে। তাঁরা ছিলেন ঐ সকল প্রেমিক, যারা যুদ্ধের সময় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সম্মুখে দাঁড়াতেন এবং যুদ্ধের তীব্রতার দরুন তাদের হাত হুযুর পাক (সাঃ)-এর চেহারার সামনে তুলে ধরতেন, যাতে কোন তীর তাঁর চেহারাকে আঘাত না নিতে পারে। তাদের হাত ঝাঁঝরা হয়ে যেত। এহেন ব্যক্তিরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বেয়াদবীপূর্ণ কটাক্ষ শ্রবণ করেছেন কিন্তু একটি হাতও ঐ কটাক্ষকারী ও অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে উঠেনি। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদেরকে ধৈর্য ও সহনশীলতা শিখিয়েছিলেন। সব চেয়ে বেশি ঐ রসূল-অবমাননাকারী ব্যক্তি, অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল, যে কিনা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শান-বিরুদ্ধ এরূপ শব্দ উচ্চারণ করেছিল, যা কোনও মুসলমানের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হতে পারে না। তা যদি পুনর্ব্যক্ত করার চেষ্টাও করা যায়—যদিও ঐতিহাসিকগণ তাদের প্রণীত গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধও করে গেছেন, কিন্তু ঐ ঘৃণ্য ও অশ্লীল শব্দগুলো যদি লিখতে হয়, সেগুলো বলতে ও লিখতেও অন্তরে ভীষণ বাঁধে। ঐ ঘটনার সময় পিতার চেয়েও শ্রেয়ঃ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গায়রত (আত্মাভিমানবোধ) কটাক্ষকারী আবদুল্লাহ্র পুত্রের অন্তরে উত্তেজিত হলো। তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কাছে হাযির হয়ে বললেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! এ ব্যাপার তো সহ্যের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমার পিতা এই লাঞ্ছনাজনক ঘৃণ্য কাজটা করেছে। তাকে হত্যা করার জন্যে আমাকে অনুমতি দিন।" আঁ-হযরত (সাঃ) বললেন, 'না।' এই হচ্ছে সুন্নতে নববী, যা নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মানব-মর্যাদার মহান (ঐতিহ্যবাহী) উপাখ্যান, যা কোন কিসসা-কাহিনী নয়, বরং এই বাস্তব জগতে আকাশের সূর্য এমন এক যুগে অবলোকন করেছে যখন বস্তুতঃ পক্ষে সূর্য আকাশে নয় বরং মর্ত্যে নেমে এসেছিল। যখন আকাশের সূর্যকে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ)বৎ সূর্যের সামনে তমসাচ্ছন্ন বলে দেখা যেতো। ঐ পবিত্র ও মহান আদর্শের সাথে তোমাদের তো কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু তোমাদের স্বঘোষিত জীবনাদর্শ, যা নিজেরা স্বগর্বে পেশ করে থাক, তা কেন আমল ক'রে বাস্তবায়িত করে দেখাও না। যদি তোমাদের এ কথা সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে—পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান যদি পাকিস্তান বাসীদেরকে সত্যিই অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাহ'লে তারা নিজেদের পিতাদের অবমননাকারীদের হত্যা করতে আরম্ভ করে দিক। প্রথমতঃ যারা আপনাকে (অর্থাৎ প্রয়াতঃ জিয়াউল হককে

—অনুবাদক) 'আমীরুল-মোমেনীন' বলে, তাদেরকে কেন আপনি উস্কিয়ে দেন না ? তারপর আপনার এতগুলো সন্তানও তো আছে, তাদের কি তাদের পিতার জন্যে গায়রত নেই ? কেবল অন্যেরাই রয়ে গেছে গায়রত দেখাবার জন্যে ? তারা কেন উঠে বেরেলভী ওলামাকে কতল করে না, যারা আপনাকে গালমন্দ দিয়েছিল ? সিন্ধু প্রদেশে কেন তারা ধাওয়া করে চড়াও হয় না তাদের উপর, যারা রাতদিন আপনাকে গালিগালায করছে ? ঐ মায়েরা আপনাকে গালি দিচ্ছে তাদের কোল থেকে সন্তানদের চিরতরে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে কেবল এজন্যে যে, তারা রাজনৈতিক অঙ্গণে বিবেকের স্বাধীনতা চেয়েছিল। ঐ পিতারা গালমন্দ দিচ্ছে যাদের নিরপরাধ সন্তানদেরকে তাদের কাছ থেকে চিরবিদায় দেয়া হয়েছে। ঐ বিধবারা গালমন্দ দিচ্ছে যাদের স্বামীদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। অসহায় শিশু ও সন্তানরা গালি দিচ্ছে, যাদেরকে পিতৃহীন করা হয়েছে। অত্যন্ত নির্মমভাবে গুলি করে তাদের বক্ষঃ ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়েছে, কেবল এজন্যে যে, তারা বিবেকের স্বাধীনতার দাবী জানায় যেন তাদেরকে তাদেরই মাতৃভূমিতে স্বাধীনতার ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে দেয়া হয়। বেলুচিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক আপনাকে গালি দিচ্ছে। পাকিস্তানের ভারী সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা আহ্‌লে-সুন্নত, তারা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে গালমন্দ দিচ্ছে। বরং সমগ্র পাকিস্তান সমষ্টিগতভাবে আপনার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষে আপাদমস্তক ডুবে আছে। তাদের সাধ্যে কুলোচ্ছেনা এই স্বৈরাচারী অত্যাচারীর কবল থেকে কোনও রকমে রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজে বের করার।

তবে আপনার সন্তানরা আপনারই দৈহিক সন্তান। আপনার আধ্যাত্মিক সন্তান না থাকলে না থাকুক, আপনার দৈহিক সন্তান তো মওজুদ আছে। আপনার বর্ণিত নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী তাদের উচিত নিজেদের হাতে তলোয়ার উঁচিয়ে বেরিয়ে পড়া। তাদের সাধ্যানুযায়ী সিন্ধু প্রদেশে ঢুকে পড়ে হত্যাযজ্ঞ চালাতে আরম্ভ করা। কখনও বেরেলভী ওলামাদের হত্যা করতে শুরু করুক। কখনও বেলুচিস্তানে, আবার কখনও পাঞ্জাবের গলিগুলিতে রক্তপাত ঘটাক। দেখুন, এদের জন্যে তো আপনি খোলাখুলি-ভাবে সুপ্রশস্ত কার্যক্রম পেশ করে দিয়েছেন। কিন্তু মিথ্যের পা থাকে না। উহা অচল। বস্তুতঃ নিতান্তভাবেই এসব হচ্ছে নিছক ফেৎণা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিমূলক কথা-বার্তা। এগুলোতে এ ছাড়া আর কোনও রহস্য বা বাস্তবতা নেই। কাজেই না তিনি (জিয়াউল হক) নিজে এর উপর আমল করবেন, না তাঁর সন্তানেরা করবে। গায়রত বা আত্মমর্যাদাবোধ সংক্রান্ত যে নীতি তিনি নিজে পেশ করেছেন তদনুসারে নিজের সন্তানদেরকে কখনও তাঁকে অজস্র গালমন্দ দানকারীদের হত্যা করার জন্যে কোথাও পাঠাবেন না। আমি চ্যালেঞ্জ করছি। নচেৎ করে দেখান। প্রকৃতপক্ষে সারাটাই আপদ-মস্তক মিথ্যে অন্য কিছু নয়। কোন লাজ শরম নেই ! যুগের ইমাম, যাঁকে আল্লাহ্‌তা'লা (অকাট্য

দলিল-প্রমাণ ও জ্বলন্ত নিদর্শনাবলীর ভিত্তিতে) নিজে কায়েম করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে অশ্রাব্য বাক্য ব্যয়ে মুখ কেবল বিস্ফারিত হয়েই চলেছে যেন কোনও কুল কিনারা নেই এই নির্লজ্জতার।

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে জামা'ত আহ্‌মদীয়ার তো এক 'মৌলা (তত্ত্বাবধায়ক সংরক্ষণকারী প্রভু) আছেন, যিনি যমীন ও আসমানের মালিক। তিনিই আমাদের মৌলা। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, তোমাদের কোন মৌলা নেই। খোদাতা'লার কসম, যখন আমাদের মৌলা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, তখন কেউ-ই তোমাদের সাহায্য করতে পারবে না। খোদার নিয়তি তোমাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। তোমাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলবে। চিরকাল দুনিয়া তোমাদেরকে জিল্লতি ও লাঞ্ছনাভরে স্মরণ করবে। পক্ষান্তরে, আশিকে-মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর নাম দৈনন্দিন ক্রমবর্ধমান সম্মান, মর্যাদা ও প্রেমভরে স্মরণ করা হবে।

অদ্ভুত ধরনের অজুহাত তৈরী করা হয়েছে এই বলে—যেমন, 'একজন মিথ্যা দাবীদার ও 'একজন মিথ্যা রচনাকারী'। হযরতে আকদাস মুহাম্মদে মুস্তাফা (সাঃ)-এর মোকাবিলায় বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নবুওয়তের দাবীদার'! অথচ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর পদ্য রচনাবলী হতে যেমন কয়েকটি চরণ আমি পাঠ করে শুনিয়েছি, তাছাড়া হাজারো পৃষ্ঠায় পদ্য ও গদ্য সম্বলিত তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করে কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না যে, এহেন ব্যক্তির ওপর নাপাক হামলা (অভিযোগ) করা যায়। তিনি তো কেবল সে পদমর্যাদা লাভেরই দাবী করেছেন, যা তোমাদের নিজেদের আকীদা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। তদনুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন অবশ্যম্ভাবী—। সুতরাং তার দাবী হচ্ছে, "আমি সেই ইমাম মাহ্‌দী, যাকে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগে প্রেরণ করা হয়েছে।" কেউ স্বেচ্ছায় ও স্বকল্পিতভাবে তো ইমাম মাহ্‌দী বনে যেতে পারে না। মানুষের বলাতেও কেউ ইমাম মাহদী বনে যায় না। ইমাম মাহদীতো সে ব্যক্তিই হন, যাকে খোদা দণ্ডায়মান করেন। যাকে খোদা তার প্রতি স্বীয় বাণী অবতীর্ণ করে বলেন যে, তিনি তাকে ইমাম নিযুক্ত করেছেন। যদি অনুরূপ ব্যক্তি ইমাম না হন, তা হলে (কৃত্রিম উপায়ে তৈরী) অন্য ইমামদের মুখে তো কেউ থুথুও দিতে যায় না; যাদেরকে দুনিয়াদারেরা ইমাম বানিয়ে নেয়, তাদের কানা-কড়িও দাম নেই। একমাত্র সে ইমামই সম্মান, মর্যাদা ও গভীর ভালবাসার পাত্র হয়ে থাকেন যাকে খোদা নিযুক্ত করেন। তোমরা যে ইমাম মাহ্‌দীর প্রতীক্ষায় আছ তাঁর কী পদমর্যাদা হবে? বস্তুতঃ যাকে খোদা নিজে ইমাম নিযুক্ত করবেন এবং যাকে মানা সমগ্র উম্মতের জন্যে বাধ্যকর বলে নির্ধারণ করা হয়েছে—এ দু'টি হচ্ছে ইমাম মাহদীর বিশেষত্ব আর এই দুই বিশেষত্বের অধিকারী ব্যক্তি নবী ছাড়া অন্যও কি কখনও সৃষ্টি হয়েছে? সমগ্র ধর্মীয় ইতিহাস থেকে এর একটি দৃষ্টান্ত বের করে দেখাও। এরূপ ব্যক্তি, যাকে খোদা নিজে নিযুক্ত করেন

যার অস্বীকার কুফরীর শামিল বলে সাব্যস্ত করেন তাকেই তো নবী বলা হয়। এটাই নবুওয়তের সংজ্ঞা। এ উভয় বিশেষত্ব ইমাম মাহ্দীর ক্ষেত্রে তোমরাও মান। কিন্তু তোমাদের সৎসাহস নেই। সততার তোমরা ধার ধার না। সত্যবাদিতার সাথে তোমাদের কোন সংশ্রব নেই, যাতে আলোকে আলো বলতে পার এবং আঁধারকে আঁধার। যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে ইমাম মাহ্দীর আগমন সম্পর্কিত ধর্মবিশ্বাস বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে নাউযুবিল্লাহ হযরতে আকদাস মুহাম্মদে মুস্তাফা (সাঃ)-এর মোকাবিলায় নবুওয়তের দাবী করার অভিযোগ উত্থাপনে মিথ্যে অপবাদকারী বলেই সাব্যস্ত হবে; তিনি তো লিখে গেছেন, তাঁকে যেন শুধু 'নবী' বলা বা লিখা না হয় বরং সর্বক্ষেত্রে তাঁকে 'উম্মতি নবী' বলে যেন অভিহিত করা হয়। কেননা তাঁর সকল শান ও মর্যাদা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গোলামী ও দাসত্বে এবং তাঁরই উম্মত (অনুগত অনুসারী ও তাঁরই কাছ থেকে সকল ফয়েয ও কল্যাণ আহরণকারী) হওয়ার মধ্যে নিহিত। আর একখানে তিনি লিখেছেন, "আমার আমল ও সাধ্য-সাধনা যদি (হিমালয় পর্বত সহ) পৃথিবীময় সমস্ত পর্বতের সমানও হয় কিন্তু যদি আমি হযরতে আকদাস মুহাম্মদে মুস্তাফা (সাঃ)-এর অনুগত ও অনুবর্তী না হতাম তাহলে আল্লাহ্ আমার সমস্ত আমলকে তুলে জাহান্নামে ফেলে দিতেন; এগুলোর কোনও মূল্য থাকতো না। কিন্তু যখন থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, যখন থেকে তাঁর নূর জগতে প্রকাশিত হয়েছে, তখন থেকে কেবল সে-ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হবে, যে হযরত মুহাম্মদে মুস্তাফা (সাঃ)-এর মাধ্যমে 'আসমানী-বাদশাহাতে' (স্বর্গীয় রাজ্যে) প্রবেশাধিকার লাভ করবে। তাঁকে (সাঃ) 'ওসীলা' বলতে ইহাই বুঝায়। এহেন আকীদাধারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অপবাদ দেয় যে, তিনি নাউযুবিল্লাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে কোনও নবুওয়তের দাবীদার, আপাদমস্তক সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ বৈ অন্য কিছু নয়। মিথ্যে বলতে যখন এতটুকু বাজে না, লজ্জা-শরমের যখন কোন বালাই নেই তখন যত ইচ্ছে মিথ্যে বলতে থাক। তাতে আমাদের যায় আসে না। কিন্তু ধ্রুব সত্যকে তো মিথ্যের দ্বারা বদলানো যায় না।

অতঃপর, আলোচ্য বিবৃতিটিতে আখেরী কথা পাকিস্তানী রাষ্ট্রপ্রধান (জেনারেল জিয়াউল হক) যা উপদেশ-বাণী স্বরূপ বলেছেন তা হচ্ছে: "আমরা তোমাদেরকে (আহ্মদীদেরকে) সহ্য করতে পারি না। কাজেই তোমাদের জন্যে দু'টো পথই খোলা আছে। হয়ত দেশ ছেড়ে চলে যাও, নয়ত সোজাভাবে কলেমা পড়ে মুসলমান বনে যাও। তাহলে আমরা তোমাদেরকে আমাদের বুকের সাথে জড়িয়ে নিব।"

বিবৃতিটির কোন একটা শিরাও সোজা নয়। আমরা এক প্রবাদ শুনতাম, "উট রে উট! তোর কোন্ কল-কব্জাটি সোজা রে?" কিন্তু এটা কেবল প্রবাদই ছিল। আমরা

তো উটের সব কিছু যখন পর্যবেক্ষণ করে রেখেছি, তখন ওটারও কোনও না কোন অংশ সোজা দেখা গেছে। কিন্তু এই বিবৃতি এমন ধরনের যা আজ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যার কোন একঠি কল-কব্জাও সোজা নয়। তিনি বলছেন, "দেশ থেকে বেরিয়ে যাও।!" (কী অদ্ভুত বাণী!) দেশ তো কারও বাপ-দাদার জায়গীর নয়। এতো জাতির সমষ্টিগত সম্পদ (হয়ে থাকে)। দেশ থেকে কেউ কাউকে কী করে বের করে দিতে পারে?। পাকিস্তান ঐ সকল পাকিস্তানীদের মাতৃভূমি, যার জন্যে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষেরা কুরবানী দিয়েছে, সবরকম ত্যাগ স্বীকার করেছে, যারা আজও যখন পাকিস্তান বিপদাবলীর সম্মুখীন হয় তখন প্রথম সারির মুজাহিদদের ভূমিকা পালন করে থাকে। এমন কোন একজন আহ্‌মদীও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে দেশ ও জাতির সাথে গাদ্দারী বা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের সম্পর্কে এ কথা বলা হচ্ছে যে, দেশ ছেড়ে চলে যাও?! আপনি এবং আপনার চেলারা এদেশের কি লাগেন যে বলছেন, দেশ ছেড়ে চলে যাও?! কোন দস্তাবেজ থাকলে প্রমাণ কর কীভাবে এই দেশ তোমরা জায়গীর হিসেবে পেয়েছিলে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এ মাতৃভূমি থেকে এর অধিবাসীদেরকে বের করে দেয়ার তোমাদের অধিকার আছে। যদি দেশ থেকে কাউকে বের করার কারও অধিকার বর্তায় তাহলে ঐ শ্রেণীর লোকদেরকে পাকিস্তান থেকে বের করে দেয়া উচিত, যারা পাকিস্তানের 'প'-ও বানাতে দিতে চায় নি। যারা 'কায়েদে-আযম'-কে 'কাফেরে-আযম' বলতো। যারা বলে বেড়াতো যে, কোন মা এমন কোনও সন্তান জন্ম দেয় নি, যে পাকিস্তান বানিয়ে দেখিয়ে দেয়। এমন কি, পাকিস্তানের 'প'-ও বানাতে পারে।' যারা বলে বেড়িয়েছে, 'পাকিস্তানের নামে যেটাই তৈরী হবে, সেটা হবে পলিদস্তান। পাকিস্তান হবে না।' যারা হিন্দু কংগ্রেসের দাসত্বের ওপর গর্ব করে বেড়াতো। এবং ঘোষণা করে ফিরতো যে, 'মুসলমানদের কর্তব্য; কেবল এতটুকু যেন রাজনীতিতে তারা ত্যাগ স্বীকার করতে থাকে এবং এর ফলশ্রুতিতে যাকিছু অর্থাৎ যেটুকুন দেশই তারা অর্জন করে তা যেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট সমর্পণ করে দেয়। এটুকই তাদের কাজ। তারপর তারা আল্লাহ আল্লাহ বলায় মশগুল থাকে।' এরাই ছিল হিন্দু কংগ্রেসের সেবাদাস, যাদের এই সব ছিল জীবনের লক্ষ্যমাত্রা। এদের তো অধিকার রয়েছে ঐ দেশে এসে থাকার যে-দেশটি (এতদঞ্চলের) আহ্‌মদীরা নিজেদের রক্ত বিসর্জন দিয়ে স্থাপন করেছে, উহাকে গড়ে তুলেছে। তবে আহমদীদের কি তাদের মাতৃভূমিতে থাকার অধিকার নেই।! কিছুটা হলেও বিবেক-বুদ্ধির ধার ধারা উচিত। বিবেক-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় দিয়ে দেয়া প্রত্যেক বিষয়কেই ওলটপালট করে দেয়া তো উচিত নয়। এখন যেমন, আহ্‌মদীদেরকে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে। বিবৃতিটিতে এর পরবর্তী কথা হচ্ছে: "নয়ত কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও। তাহলে তোমাদেরকে বুকে জড়িয়ে নেয়া হবে"। —ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন! কলেমা পাঠের দরুনই তো তাদেরকে মেরে

ফেলা হচ্ছে। এই 'অপরাধে'র শাস্তিতেই তো তাদেরকে জেল হাজতে দিয়ে কারাগার ভরে দেয়া হচ্ছে। ইসলামের নামে দেশের কপালে কালিমা লেপন করা হচ্ছে। এটাই কি সেই পাকিস্তান যা ইসলামের নামে কায়েম করা হয়েছিল? আর এখন ইসলামেরই নামে কলেমা মিটাতে লেগে গেছ। এ সম্পর্কিত প্রত্যেক ঘটনার প্রসঙ্গে সংবাদ আসে যে, সরকারী কর্মচারীরা সরকারী আদেশ বলে কলেমা মুছার জন্যে আহমদীদের ঘরবাড়ী ও মসজিদগুলোতে যায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা কাঁদো কাঁদো হয়ে আহমদীদের কানে কানে বলে যে, তারা নিরুপায়, তাদের চাকুরীর সমস্যা। এরা তো 'মুশরেক' হয়ে গেছে, খোদাতা'লার প্রশ্নে তাদের কোন পরোয়াই নেই। বান্দাদের চাকুরীর প্রশ্ন তাদের কাছে মুখ্য বিষয়। সেজন্যে নিজেদের হাতেই কলেমা মুছতে শুরু করে দেয়। অতএব, কলেমা নিশ্চিহ্নকারী তো হচ্ছ তোমরা। কলেমাকে নিজেদের বুকে ধারণকারী তো হচ্ছি আমরা। আমাদেরকে কোন্ কলেমা পাঠ করাতে চাও। তোমাদের (মুখ দিয়ে) কলেমা আমরা পড়বো না (তোমাদের অন্যায় আবদারে আমরা নতশির হবো না)। তোমাদের মোল্লাদের কলেমা তো আমরা পড়বো না। তোমাদের সাধ্য থাকলে আমাদের জিহ্বা উপড়িয়ে ফেল, অথবা কেটে ফেল যদি সাধ্য থাকে আমাদের ধন-সম্পদ বিনাশ করে ফেল, যদি বিনাশ করার সাধ্য থাকে। কিন্তু খোদার কসম! আমরা কেবল মুহাম্মদে মুস্তাফা (সা:)-এর কলেমাই পড়বো এবং তোমাদের কলেমা পড়বো না। এমন কোন একজন আহমদীও মুহাম্মদে মুস্তাফা (সা:)-এর কলেমা ছেড়ে কোন রাষ্ট্রপ্রধানের কলেমা পড়ে নেয়, এমন একজনও আহমদী মা, পুত্র বা কন্যা, যুবক বা বৃদ্ধ নেই। কাজেই ঐ সব লোকদেরকে পড়াও যারা তোমাদের কলেমা পড়ার জন্যে মরিয়া হয়ে আছে। তাদেরকে তোমাদের বুকে জড়িয়ে নাও যারা তোমাদের বুকের সাথে জড়ানোর জন্যে লালায়িত। যারা আপনার মাজারে কোন ক্রমে পৌঁছে আপনাকে এবং আপনার সরকারকে সিজদা করার জন্যে উদগ্রীব। এই বুকের তো আমাদের কোনও পরোয়া নেই। এই বুকগুলোতে তো মিথ্যে ভরা রয়েছে। এ গুলোর ভেতরে লেশমাত্রও ইনসাফ ও ও ন্যায়নীতি অবশিষ্ট নেই। আমরা হযরত মুহাম্মদে মুস্তাফা (সা:)-এর গোলামের (অনুগত দাসের) বক্ষকে বাদ দিয়ে কী করে তোমাদের (নাপাক) বক্ষের সাথে জড়ানো সয়ে নিতে পারি?! এরূপ অপকর্মের লিপ্সা আমাদের কেনইবা হতে যাবে! সেই জাতিকে তো নিজেদের বুকের সাথে জড়াও না যারা তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঐ কলেমাই পড়ছে যা তোমরা পড়ে থাক। সেই জাতির সম্মান-সম্ভ্রমকে তো ভূলুণ্ঠিত করেছো, যাদের সাথে তোমাদের আপাত: কোন ধর্মীয় বিরোধ নেই। ঐ সব বক্ষ: কাদের ছিল, যে-গুলোকে বুলেট বিদ্ধ করে ঝাঁজরা করে দিয়েছ। যাদেরকে বেলুচিস্তানে ঝাঁজরা করেছ। যাদেরকে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে ঝাঁজরা করেছ। কেন করলে? তারা কি ঐ কলেমাই পাঠ করতো না, যা তোমরা মনে কর যে, তোমরাও পাঠ কর। তবে কোন্ অপরাধ এবং

তোমাদের কোন লজ্জা-শরমের মূল্যবোধের মাপ কাঠিতে তাদেরকে যুলুম-অত্যাচারে জর্জরিত করেছ এবং বহু অলি-গলি তাদের রক্তে ভরে দিয়েছ? আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কারোই রক্তপাত ঘটাতে ছাড় নি। নারীদেরকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে জেলখানায় রেখে তাদের শ্লীলতাহানী করানো হয়েছে। এই (তথাকথিত) 'ইসলামী রাষ্ট্রে' বলছো আমাদেরকে তোমাদের বুকে জড়াবার কথা! আবার কিনা বলছো, 'কলেমা পড়ার কথা'। তোমাদের (দৃষ্টিতে) কলেমা পড়ে তো আমরা বুকের সাথে লাগবার যোগ্যই থাকি না, বরং (তোমাদের দৃষ্টিতে) আমরা শাস্তিযোগ্য অপরাধী হয়ে পড়ি! কিন্তু যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করে থাকবে, তাদের সাথে তোমাদের কোন ধর্মীয় মতভেদ নেই—একই কলেমা, একই ভাষা,—তাদের বুকের সাথে কেন লাগনা? তাদেরকে বুকের সাথে কেন লাগাও না? তাদেরকে কেন পায়ের তলায় পিষে চলেছ। তাই বলি, (বিবৃতিটিতে) কোন একটিও কল-কব্জা যদি সোজা হতো! আদ্যান্ত এই বিবৃতিটিতে অন্ধকারই অন্ধকার বিরাজিত। এটাতে আলোর কোন একটি দিকও দেখা যায় না। আল্লাহ্‌তা'লা নিজের কাজের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ রাখেন। আল্লাহ্‌তা'লা অত্যাচারীতদের সাহায্য-সমর্থন করে থাকেন, বিশেষভাবে ঐ অত্যাচারীতদের—যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ জানেন যে, তাঁর খাতিরেই তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হচ্ছে এবং তারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কাজেই যদি তোমাদের অন্তরে এতটুকুও ঈমান অবশিষ্ট থাকে তাহলে আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং অনুধাবন কর, কোন পর্যায়ে তোমরা পৌঁছে গেছ এবং কত যে সীমা অতিক্রম করে গেছ! কিন্তু আমার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে, আল্লাহ্‌র জন্যে তোমাদের কোনও গায়রত ও তাঁর ভয়-ভীতি এতটুকুও আর বাকী নেই। যদি আল্লাহ্‌র জন্যে আত্মমর্যাদাবোধ থাকতো তাহলে যাদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছে যে, এরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর অবমাননাকারী, তাদের বিরুদ্ধে তো আমাদের ক্রোধের হাঁড়ি ভীষণ উত্তেজিত, কিন্তু যারা দাবী করে থাকে যে, তারা অবশ্য অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নাউযুবিল্লাহ মিথ্যেবাদী মনে করে, তাদের সাথে বুকে-বুকে মিলছো। তাদের সাথে করমর্দনে গর্ববোধ করা হয়। ঐ সকল খৃষ্টান, যারা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে মিথ্যারোপকারী বলে আখ্যায়িত করে থাকে, তাদের বুকের সাথে গিয়ে লাগ এবং তাদের হাতের অন্ন খেয়ে থাক। তাদের কাছ থেকে খয়রাত ভিক্ষে কর, এবং সগর্বে ঘোষণা করে থাক যে, এই সব খৃষ্টানজাতি তোমাদেরকে খয়রাত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তখন কোথায় যায় হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রতি তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ (গয়রাত)? গয়রাত প্রকাশের লক্ষ্যবস্তু স্বরূপ কি একমাত্র তাঁর (সাঃ) প্রেমিকেরাই রয়ে গেছে? যারা রসূলের দুশমন এবং প্রকাশ্যভাবে তাঁকে (সাঃ) গালমন্দ দেয়, মিথ্যাবাদী মিথ্যেরোপকারী বলে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের গায়রত ও ক্রোধের আগুন একটুও প্রজ্জলিত হয় না।

যারা খোদারও দুশমন তোমরা তাদেরও বুকের সাথে গিয়ে লাগ! ঐ যে চীনা সম্মানিত ব্যক্তিরা আসেন (এবং তাদের কাছে তোমরা যাও) তারা তো খোদাতেও বিশ্বাসী নয়। কাজেই (তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মাপকাঠিতে যাচাই ক'রেই দেখা যায়) প্রকৃতপক্ষে খোদার জন্যে তোমাদের কোনও গায়রত নেই। সেজন্যে এ সব বাস্তব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে (আলোচ্য) এই সব লোক খোদা ও রসূলের (সাঃ) প্রতি সত্যিকার গয়রত ও মহব্বত রাখে বলে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কেননা তাদের ক্রমাগত আচরণ ইহার প্রত্যাখ্যান করে এবং খোদা ও রসূলের সাথে এদের কোনও সম্পর্ক আছে বলে সাব্যস্ত করে না। কাজেই কার সাথে তোমাদের সম্পর্কের দোহাই দিব? কার প্রতি ভয় করার কথা তোমাদেরকে বলবো? তাঁর প্রতি কি ভয় করার কথা বলবো যাঁর ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা ক'রে, সম্পূর্ণ সিঁকোয় তুলে দেয়ার পর তোমরা এই সব কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে? না-কি তাঁর (সাঃ) মহব্বতের দোহাই দিব, যাঁর প্রতি মহব্বত তোমাদের অন্তরে প্রবেশই করে নি? কিন্তু তথাপি তোমরা মান বা না মান, পবিত্র কোরআনের বাণী যেমন পূর্বে সত্য ছিল, তা আজও সত্য। এবং আজ যেমন সত্য, উহা ভবিষ্যতেও সত্য সাব্যস্ত হবে। ফেরাউনদের যুলুম অত্যাচার ও ঘৃণ্য আচার-আচরণ এবং বড় বড় অহঙ্কারী ব্যক্তিদের যুলুম-নির্যাতনের উল্লেখ ক'রে কুরআন করীম বিভিন্ন ধরনের বিপদাবলীর উল্লেখ করে, যা ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিরকে ঘিরে ফেলেছিল। সেগুলোর কোন কোনটি ভূমি হতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং কোন কোনটি আকাশ থেকে আপতিত হয়েছিল। সেগুলোতে মানুষের কোন হস্তক্ষেপ বা সংশ্রব ছিল না। সেগুলো সরাসরি হয়ত ভূমি থেকে নির্গত হয় বা আকাশ থেকে আপতিত হয়। আবার কিছু এ ধরনেরও ছিল, যেগুলোর মধ্যে মানুষেরও সম্পর্ক ও সংশ্রব ছিল। সেগুলোতে মানুষকেও ব্যবহার করা হয়েছিল। সেগুলোর উল্লেখ ক'রে কুরআন করীম অনাগত ভবিষ্যৎ কালের জন্যে এরূপ এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, যা অবিকল এই সব অবস্থাবলীর উপর প্রযোজ্য হতে দেখা যায়।

কুরআন করীম জনৈক এক বক্তার কথা দ্বারা বর্ণনা করেছে, "ওয়া ইয়া কওমী ইন্নি আখাফু আলাইকুম ইওমাত্ তানাদ"—"হে আমার জাতি! আমি তোমাদের ব্যাপারে এরূপ এক আযাবকে ভয় করছি যা তোমাদের উপর আপতিত হবে। উহার আকার আকৃতি এ ধরনের হবে যে, দেশবাসী একে অন্যকে সাহায্যের জন্যে ডাকবে। 'তানাদ' উহাকে বলা হয়, যখন শোর-গোল উঠে এবং আর্তনাদ শুরু হয়ে যায়। যারা পাঞ্জাবের গ্রাম-অঞ্চল সম্পর্কে ওয়াকেবহাল তারা জানেন, যেমন ঝং ইত্যাদি এলাকায় রাত্রিকালে কোন চুরি সংঘটিত হলে অথবা অন্য কোন বিপদ ঘটে গেলে মানুষ ছাদে উঠে চিৎকার শুরু করে দেয় এবং সারা দেশ বা এলাকাবাসীকে নিজেদের সাহায্যের জন্য ডাকে যালেমের বিরুদ্ধে বিপদ

থেকে নিষ্কৃতির জন্যে। সুতরাং ঐ চিৎকারের শব্দ একস্থান থেকে আরেক স্থানে ক্রমাগত দূর থেকে দূর পৌঁছতে থাকে যেখানে যেখানে সেই শব্দ পৌঁছায় সেখানকার লোকজন হাতের কাছে যা পায় তা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এই বলে যে চল, সাহায্যের জন্যে ছুটে যাই।" এটাকে বলে 'ইয়াওমাত্ তানাদ'। মনে হচ্ছে, আরবরাও উক্ত প্রথা সম্পর্কে অবহিত ছিল। কেননা আরবী বাগধারা ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপ ঘটনা ইতোপূর্বে কোনও ফেরাউনের যুগে তো সংঘটিত হয় নি। আপানারা ইতিহাস খুলে দেখে নিন, কোন ফেরাউনের সময়ে ওরূপ ঘটনা ঘটে নি। না মূসা (আঃ)-এর সময়ে, না পরবর্তী অন্য সময়ে ঘটেছে বলে ইতিহাসে সন্ধান পাওয়া যায়। অধিকন্তু, সংশ্লিষ্ট আয়াতটি 'সিগা মুস্তাকবিলে' (ভবিষ্যতকালে নির্দেশক সিগায়) শব্দটি রয়েছে। কুরআন করীমের বাণী তো অবশ্যম্ভাবী ও অবধারিত। বলা হয়েছে, "ইহা কওমি ইন্নি আখাফু ইওমাত্ তানাদ"। তা ছাড়া 'তানাদ' বলতে ইহা বুঝায় যে, কোন যালেমের বিরুদ্ধে অন্য জাতিকে সাহায্যের জন্যে আহ্বান করা। ইহা তো অত্যন্ত ভয়াবহ দৃশ্য!

কাজেই কুরআন করীমের উপর তোমাদের বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, স্বীকার কর বা না কর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তো খোদাতা'লার অস্তিত্বে যেরূপ ঈমান রাখে, তার চেয়ে কম বিশ্বাস রাখে উদিত সূর্যের উপর, এমন কি নিজেদের অস্তিত্বের উপরও তার চেয়ে কম বিশ্বাস রাখে। আমরা জানি, যদি কোন কিছু বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকে তবে তা হচ্ছে এক-অদ্বিতীয় খোদাতা'লা এবং ইহা ব্যতীত ঈমান রাখার উপযুক্ত অন্য প্রত্যেকটি বিষয় বা বস্তু তাঁর সুবাদেই ঈমান রাখার উপযুক্ত। তিনিই একমাত্র একক-অনন্য। তাঁর উপর কখনও মৃত্যু আসে না। তিনিই পরাক্রমশালী ও প্রবল এবং আত্মাভিমানী ও শাস্তি দানে সর্বসক্ষম। আমরা সেই যিন্দা খোদার উপর ঈমান রাখি যাঁর উপর অন্য কেউ কখনও প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। কাজেই তোমরা এই আওয়াজকে (বাণী) শ্রবণ কর বা না কর, আমরা ইহা তোমাদের কাছে অবশ্য অবশ্যই পৌঁছাব যে, খোদাতা'লার উক্ত তকদীরকে (নিয়তিকে) ভয় কর. যখন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বিরুদ্ধে 'তানাদ' (একে অন্যকে বা অপর জাতিকে সাহায্যের জন্যে আহ্বান) সুলভ অবস্থার সৃষ্টি হবে, এবং সমগ্র দেশবাসী তোমাদের অত্যাচার নির্যাতন ও নিপীড়ণের বিরুদ্ধে পরস্পর ধ্বনি তুলতে আরম্ভ করবে যে, 'উঠ এবং এই যালেমকে ছিন্ন-ভিন্ন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছাড়'। যদি ওরূপ করার সাধ্য না হয় তাহলে জাতিবর্গ অপর জাতিকে সাহায্যের জন্যে ডাক দিয়ে থাকে। এই ঐশী তক্দীর তো অনিবার্য পূর্ণ হবে। আজ নয়, তো কাল এর নমুনা তোমরা অবলোকন করবে। কেননা খোদাতা'লার বিধানে "দের তো হ্যায়, আন্ধের কোই নেহি অর্থাৎ তিনি অবকাশ দিয়ে থাকেন কিন্তু যখন তাঁর পাকড়াও এসে যায়, তখন "লাতাহীনা মানাস"—তখন পালাবার কোন অবকাশ বা জায়গা থাকে না। এমনই সর্বাত্মক

ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে নেয়, যেখানে তখন ব্যর্থতা ও হা-হুতোশ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। তখন মানুষ স্মরণ করে, হায়! যদি আমি এর পূর্বেই এর আওতার বাইরে বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু বেরিয়ে যাবার কোনও পথ এখন খোলা নেই।" ঐ সকল জাতির প্রতি ধিক! যারা ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে যখন খোদার তক্‌দীর এতোই ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি ধারণ করে, যখন সর্বপ্রধানদের পাশাপাশি জাতি বর্গের উপরও খোদার গযব (ক্রোধ) আপতিত হয়। আমাদের দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের মাতৃভূমিকে এ সব তীব্র অত্যাচার ও নির্যাতন এবং কঠোর বিপদপাতের কবল থেকে মুক্তি দেন। আর আমি যেমন বার বার বলে এসেছি, আমাদের একটি অবস্থান তো হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ মুসলমান হিসেবে আমরা এক আন্তর্জাতিক ধর্মানুসারী এবং সারা বিশ্বই আমাদের স্বদেশ ও মাতৃভূমি। কিন্তু মানুষের অবস্থানের বিভিন্ন দিক রয়েছে। একটি দিক, পাকিস্তানী আহমদীদের পাকিস্তানী রূপে এবং সেই হিসেবে পাকিস্তানের প্রতি সত্যিকার প্রেম ও ভালবাসা যদি কারও থেকে থাকে তাহলে আমরা নিশ্চিৎ বিশ্বাসে বলতে পারি যে, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি খাঁটি ভালবাসা আহমদীদেরই রয়েছে। সেজন্যে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা যালেমদের অত্যাচারী হাতকে প্রতিরোধ করেন এবং ওরূপ দিন আমাদের না দেখান যখন তাদের যুলুম অত্যাচার ঘনঘোর অন্ধকার হয়ে সমগ্র জাতির উপর ছেয়ে যায় এবং অন্ধকারের সাথে সর্বাত্মক অনিষ্টসাধনকারী সব রকমের বিপদাবলী থাকে যা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে তা যেন তিনি আমাদের না দেখান। আর যদি সে দিন আসেও, তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা যেন জামা'তকে উহার সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন।

(এ খোৎবাটি মুসলিম টেলিভিশন MTA হতে বিগত ৫/৭/৯৪ তারিখে পুনঃপ্রচারিত হয়। ধারণকৃত ক্যাসেট থেকে সরাসরি অনূদিত)

মানুষের জন্য সহানুভূতি

"মানবমণ্ডলীর সাথে সহানুভূতিতে আমার ধর্মমত এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর জন্যে দোয়া না করা হয় পরিপূর্ণভাবে বক্ষঃ পরিষ্কার হয় না.....কৃতজ্ঞতার কথা এই যে, আমাদের নিজেদের দৃষ্টিতে আমরা এমন কোন শত্রু দেখি না যাদের জন্যে ২/৩ বার দোয়া করি নি। এমন একজনও নেই আর আমি তোমাদেরকে বলছি.....। অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে, তোমাদের উচিত যে, তোমরা এমন এক জাতিতে রূপান্তরিত হও যে, যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ফাইন্নাহুম কাওমুন লা ইয়াশকা জালীসুহুম—অর্থাৎ তারা এমন এক জাতি যে, তাদের সাথে সহ অবস্থানকারী খারাপ হতে পারে না"।

(মলফুযাত: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭)

ওয়াকেফীনে নওদেরকে বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা প্রদান

ডঃ শামীম আহমদ, ইনচার্জ ওয়াকফে নও বিভাগ, লণ্ডন
অনুবাদঃ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

ওয়াকেফীনে নওদের মাতা পিতা এ ব্যাপারে অবগত আছেন যে, হুযুর (আইঃ) ওয়াকফে নও-এর অধীনে উৎসর্গীকৃত শিশুদের শিক্ষা দানের বিষয়ে তার খুৎবাসমূহে নির্দেশনা দিয়ে এসেছেন। আশা করা যায় পিতা মাতারা এ সকল নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত আছেন। এ ছাড়া ২রা জুলাই, ১৯৯৩ তারিখে প্রদত্ত জুমুআর খুৎবায়ও ভাষাসমূহ শিক্ষা দানের বিষয়ে সাধারণ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক শূরায়ও প্রিয় ইমাম শূরার প্রতিনিধিদেরকে এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দান করেছেন যাতে তারা নিজ দেশে গিয়ে এ ব্যাপারে কাজ করতে পারেন। এ ছাড়া বর্তমানেই হুযুর আনওয়ার খাকসারকে বিভিন্ন ভাষায় কীভাবে কাজ হওয়া দরকার এ সম্পর্কে হেদায়াত প্রদান করেছেন। এ কারণে প্রয়োজন হেতু পিতা মাতার সম্মুখে সেই হেদায়াতসমূহের সারাংশরূপে সংক্ষিপ্ত-ভাবে আমল করার জন্য পেশ করা গেল। এ প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে এই যে, এটি বাধ্যতামূলক নয় বরং সম্ভবও নয় যে, প্রতিটি সন্তান জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হয়ে মুরব্বী এবং মোবাল্লেগ হবেন। হুযুর অনোয়ার বলেছিলেন, আমাদের মোবাল্লেগগণ ছাড়া ভাষাবিদ শিক্ষক, ডাক্তার আর পৃথিবীর অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী এমন ওয়াকে-ফীনের প্রয়োজন হবে। এই জন্য পিতামাতাকে এ সকল চিঠির উপর এখন থেকে চিন্তা করা উচিত। আর এ দিকে পর্যালোচনা করা দরকার যে, তাদের অবস্থানুযায়ীও শিশুর মনোযোগ অনুসারে শিক্ষার কোন দিকটি উত্তম হবে, এই উদ্দেশ্যের জন্য প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আদেশ দিয়েছিলেন যাতে প্রতিটি দেশে 'তরবীয়ত প্লানিং কমিটি' গঠন করা হয়। যার মধ্যে শিক্ষার উপর বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, ভাষার দিক থেকে বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিগণ সম্পৃক্ত থাকবেন। এরা দেশীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে শিশুদের মনোযোগ অনুযায়ী জামাতের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অনুসারে পিতামাতাদের এবং জামাতের পথ প্রদর্শনের কাজ করবেন। কতিপয় দেশ থেকে এ ধরনের কমিটি গঠনের সংবাদ পাওয়া গেছে। পিতামাতারা নিজ নিজ দেশের আমীর সাহেব বা সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফ নও-এর মাধ্যমে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সে অনুযায়ী ঐ কমিটির নিকট থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে হুযুর (আইঃ) যেদিক নির্দেশনা দিয়েছেন সে অনুযায়ী তিনটি ভাষার স্থান প্রথমে রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আরবী, উর্দু এবং ইংরেজী। এ তিনটি ভাষা সকল ওয়াকেফীনদের শেখা বাধ্যতামূলক। তারা মোবাল্লেগই হন বা ভাষার উপর বিশেষজ্ঞ হন, ডাক্তার হন

অথবা জীবনের যে কোন পেশা অবলম্বন করেন না কেন। উক্ত ভাষাসমূহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর হুযূর (আইঃ) তাঁর ২রা জুলাই, ১৯৯৩ তারিখে প্রদত্ত জুমুআর খুৎবায় আলোকপাত করেছেন। এই তিনটি ভাষা ছাড়া জার্মান এবং ফরাসী ভাষায়ও অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আশা করা যায় জার্মান, ফ্রান্স ও মরিশাস এর ওয়াকেফীনগণ এই সমস্ত ভাষার চাহিদা পূরণ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ্‌। উপরোক্ত ভাষাগুলো ব্যতীত হুযূর আনোয়ারের বিশেষ দৃষ্টি রাশিয়ান, চীনা, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, স্পেনিশ এবং প্রাচীন গোত্রীয় ভাষার (ABORIGINAL) ন্যায় যেমন রেড ইণ্ডিয়ান বা অষ্ট্রেলিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষার দিকেও রয়েছে। প্রিয় ইমাম এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, যাতে ওয়াকেফীনে নওগণ এভাবে বাল্যকাল থেকেই এ সকল ভাষা শিখেন। যেন তাদের চিন্তাধারাও এ সমস্ত ভাষায় হয়। এ সকল ভাষায় উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে ঐ সকল ভাষায় উচ্চ শিক্ষিত হয়ে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তখন যেন তারা সেই সকল ভাষায় বিশেষজ্ঞ হন। আর এর মাধ্যমে ইসলাম ও আহমদীয়্যতের বিজয়ের জন্য কাজ করেন। কেননা হুযূর আনোয়ারের সুদূর প্রসারী দৃষ্টি দেখছে যে, সে সময় নিকটবর্তী যখন জামাতের এই সকল ভাষায় অসংখ্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়বে। এ কারণে হুযূর আনোয়ার উপরোক্ত ভাষায় বিশেষজ্ঞ তৈরীর বিষয়টি ওয়াকেফীনে নওদের গুরুত্ববহ বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম রেখেছেন। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ওয়াকেফীনগণের পিতা-মাতাদের উচিত যেন তারা বিষয়টিই যাচাই করেন। তাদের দেশে দেশীয় ভাষা ছাড়া ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে স্কুলসমূহে কোন কোন ভাষা পড়ানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ যুক্তরাজ্যে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্পেনিশ এবং কতিপয় স্কুলে রাশিয়ান ও উর্দু ভাষা নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়। যখন তাদের শিশুরা এই স্তরে উপনীত হয় যে, তাকে ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচন করতে হয় তবে সে যেন উপরোক্ত ভাষার মধ্যে কোন একটি নির্বাচন করে। এবং সে ভাষার সাথে এরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলে যাতে সে উচ্চ শিক্ষা যেমন M.A বা P.H.D ডিগ্রী অর্জন করতে পারে। এই প্রেক্ষিতে একটি বিশেষ আবেদন এও যে, অভিভাবকগণ তাদের এলাকা বা অঞ্চলের স্কুলসমূহ যাচাই-এর পর যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কোন ভাষার উপর তাদের বাচ্চাদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করাবেন। তাদের এই এই সিদ্ধান্তের কথা সরাসরি হুযূর আনোয়ারের খেদমতে পেশ করবেন। যাতে তারা হুযূর (আইঃ)-এর দোয়া লাভ করতে পারেন এবং সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ারের সন্তুষ্টি অর্জিত হয় যে, অভিভাবকগণ হুযূর আনোয়ারের হেদায়াতের উপর আমল করছেন ও হুযূরের আকাঙ্খা-সমূহ পূরণে সচেষ্ট রয়েছেন। ভাষার ব্যাপারে আর এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বিকাল বেলার ক্লাস। কতিপয় দেশে বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে একদিন বিকালে ২ ঘন্টা করে পড়ানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ যুক্তরাজ্যে প্রায় প্রতিটি ভাষায় এভাবেই চলছে এবং

সাফল্যের সাথে লোকেরা ভাষা শিখে। এ সকল ক্লাসে বয়সের কোন বাধ্য বাধকতা নেই। যার ইচ্ছা ভর্তি হতে পারে এবং বাৎসরিক বেতনও সামান্য নেয়া হয়। এই সকল ক্লাসের পর ছাত্ররা এই সকল ভাষার পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ শিক্ষাও অর্জন করতে পারে। অভিভাবকদের খেদমতে আবেদন এই যে, নিজ নিজ শহরে ও এলাকায় এ ধরনের ক্লাসের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করুন ও যখন তাদের শিশু এতোটুকু যোগ্যতা অর্জন করে তখন এই পদ্ধতির মাধ্যমেও উপকৃত হওয়া যেতে পারে। একটি কথা এও জরুরী যে, কোন কোন অভিভাবক মনে করতে পারেন, এভাবে অনেকগুলো ভাষা শিশুদেরকে শিখালে তাদের মাথায় বোঝা পড়তে পারে। ভাষাগুলো শিখা কঠিন হতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে, ব্যাপারটি এরূপ নয় বরং পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত যে, শিশুদের মধ্যে একই সময় একের অধিক ভাষা শিখার যোগ্যতা থাকে। তাদের মধ্যে স্মরণ শক্তির গুণ অধিক থাকে এবং উত্তম পন্থায় ভাষাও শিখতে পারে ও বাল্যকালে শিখা ভাষাগুলো অধিক স্মরণ থাকে। অবশ্য বড় বয়সে এ কাজটি কঠিন হয়ে যায়।

আল্লাহ্ করুন অভিভাবকরা এখন থেকে এই সকল পত্রের উপর চিন্তা ভাবনা করুন। এবং শিশুদেরকে সঠিক পথ-নির্দেশনা দিতে পারেন যেন এসব শিশু বড় হয়ে প্রিয় ইমামের আকাঙ্খানুযায়ী উত্তীর্ণ হতে পারে এবং হুযূর আনোয়ার ও পিতামাতার চোখের স্নিগ্ধতার কারণ হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে যদি কোন কল্যাণপ্রদ প্রস্তাব থাকে বা কারও মনে কোন প্রশ্ন জাগে তাহলে লণ্ডন মিশনে খাকসারের সাথে চিঠি পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

লেখরামের মৃত্যুর পরে হুযুর (আঃ) বলেন ঃ

"আমাদের অন্তরের এখন আশ্চর্যজনক অবস্থা, বেদনাও আছে এবং আনন্দও আছে। বেদনা এজন্যে যে, যদি লেখরাম প্রত্যাবর্তন করতো—বেশী না হোক কেবল এতটুকুনই যে, খারাপ ভাষা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতো তাহলে আমি আল্লাহ্তা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি তার জন্যে দোয়া করতাম। আর আমি আশা রাখি যে, যদি সে টুকরো টুকরোও হয়ে যেতো তবু সে জীবিত হয়ে উঠতো।"

(সীরাজুম মুনীর ঃ পৃষ্ঠা-২৬ রূহানী খাযায়েন ১২ খণ্ড)

"আমাদের দু'টো নীতি। প্রথমতঃ খোদার সাথে সম্পর্ক পরিষ্কার রাখা এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর বান্দাগণের সাথে সহানুভূতি এবং উত্তম চরিত্রের ব্যবহার দেখানো।"

[হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)]

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামত ঃ

ধর্মান্ধতা পাকিস্তানের অস্তিত্বই ধ্বংস করে দেবে ।। বেনজীর

"পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো বুধবার ধর্মান্ধতার নিন্দা করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে পাকিস্তানীদের হুশিয়ার করে বলেছেন, মাত্র একদিন আগে যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় দু'টি বালক নিহত হয়েছে তা পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বেনজীর বলেন, সাম্প্রদায়িকতার এই দানবকে প্রতিহত না করতে পারলে তা পাকিস্তানের অস্তিত্বকেই খতম করে দেবে।

ইসলামাবাদ থেকে এপি'র এ খবরে উল্লেখ করা হয়, প্রধানমন্ত্রী বেনজীর লাহোরে আইনজীবী ও বিচারকদের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে দেশবাসীর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

বেনজীর ভুট্টো সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও জাতিগত সঙ্কীর্ণতাকে বিরাজমান ব্যাধি বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশব্যাপী এর মড়ক চলছে। মঙ্গলবার ভোরে লাহোরের এক মসজিদে ফজরের নামায শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে দু'টি বালক নিহত হয় এবং অপর ২৭ ব্যক্তি আহত হয়। কোন গ্রুপ এ ঘটনার দায় স্বীকার না করলেও পাকিস্তানী সরকারী কর্মকর্তারা মনে করেন এটা সাম্প্রদায়িক সহিংসতাই মনে হচ্ছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে এ ধরনের ঘটনা বাড়ছে। পাকিস্তানে সংখ্যগুরু সুন্নী মুসলমান ও সংখ্যালঘু শিয়া মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এর রণক্ষেত্র হয়েছে মসজিদগুলো। পুলিশ আশঙ্কা করছে এরপর জঙ্গী সুন্নীরা শিয়াদের ওপর দেশব্যাপী আক্রমণ শুরু করবে।

ইসলামী মৌলবাদীরা বেনজীর ভুট্টোর আইনমন্ত্রী ইকবাল হায়দারের মাথার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইনে শত শত লোককে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। এদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু"।

(১৪-৭-৯৪ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

মৌলবাদীরা পাকিস্তানে আইনমন্ত্রীর মাথার দাম ঘোষণা করেছে

"পাকিস্তানের ইসলামী মৌলবাদীরা প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর আইনমন্ত্রীর মাথার জন্য ৪০ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তাদের অভিযোগ, আইনমন্ত্রী ইসলামের অবমাননা করেছেন। খবর এপি'র।

পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী ইকবাল হায়দার এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছেন যে, মৌলবাদীরা তাঁর মাথার জন্যে বারো লাখ পাকিস্তানী রূপী (৪০ হাজার ডলার) পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

মৌলবাদীরা আইন মন্ত্রী ইকবাল হায়দারকে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যা দিয়েছে প্রস্তাবিত পাকিস্তানে ব্লাসফেমী আইনের সংশোধনের জন্যে।

ব্লাসফেমী আইনে পাকিস্তানে শত শত ব্যক্তি কারারুদ্ধ রয়েছে। এদের অধিকাংশই আহমদিয়া ও ক্রিশ্চিয়ান। আইনমন্ত্রী বলেন, আমরা চেষ্টা করছি ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে ব্লাসফেমী আইনের অপব্যবহার করা থেকে লোকজনকে নিবৃত্ত করতে। এমন অনেক অভিযোগ বানোয়াট প্রমাণিত হয়েছে।

মৌলবাদীরা লাহোরের এক আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীরকে হত্যার জন্যে বিশ্বাসী মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তারা বলেছে, আসমা জাহাঙ্গীরকে বাসে কিংবা কারে যেখানে পাও হত্যা কর। আসমাকে এখন একজন সশস্ত্র দেহ রক্ষী নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, তারা উন্মত্ত এবং যা খুশি করতে পার।

মৌলবাদীরা একজন ক্রিশ্চিয়ান পাদ্রী রেভারেণ্ড রুদাশ জুলিয়ান ও বেনজীরের মন্ত্রীসভার একজন ক্রিশ্চিয়ান সদস্যকেও হত্যার জন্যে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে"।

(১১-৭-৯৪ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

জামাত-শিবিরের হাত থেকে ২ জন মোয়াল্লেম রক্ষা পেয়েছেন

"জামালপুর প্রতিনিধি : পুলিশের সময়োচিত হস্তক্ষেপে জামাত-শিবিরের কতিপয় কর্মীর নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের দু'জন মোয়াল্লেম (শিক্ষক)। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩১শে মে জামালপুরের বকশীগঞ্জ থানার সূর্যনগর গ্রামে।

বকশীগঞ্জ থানায় দায়ের করা মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, সূর্যনগর গ্রামের শিবির কর্মী মনিরুল ইসলাম ধর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মোয়াল্লেম মোজাফ্‌ফর আহমেদ রাজু ও মোফাজ্জল হককে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। ৩১ মে তারা মনিরুল ইসলাম ও আরো কয়েকজন জামাত-শিবিরের কর্মী মোয়াল্লেমদ্বয়কে ঘরের ভেতর আটকে রেখে সাইকেলের চেইন ও লাঠিসোঁটা দিয়ে বেদম প্রহার করে। তারা রাজুর চোখ উপড়ে ফেলারও চেষ্টা করে। এ সময় প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক তাদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে নাজেহাল হন। মারপিট করার পর স্থানীয় মৌলানা আঃ কুদ্দুস ও অন্যান্য স্থানীয় মৌলানারা মোয়াল্লেমদ্বয়কে 'মুরতাদ' আখ্যায়িত করে প্রকাশ্যে কতল করার জন্য স্থানীয় লোকজনকে উত্তেজিত করতে থাকে।

ইতিমধ্যে বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম ও এসআই সালাহ উদ্দিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় মোয়াল্লেমদ্বয়কে উদ্ধার ও কাজী নূরুল ইসলাম ও আনিছুর রহমান এবং টুলু মিয়াকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় মনিরুল ইসলামসহ অন্যরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় বকশীগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে। মামলা নং ১/৯৪ইং ধারা ১৪৩/৩৪২/৩২৩/৩৭৯/৪১১/৩৪ দঃ বিঃ। পরদিন ধৃত আসামীদের জামালপুর কোর্টে চালান দেওয়া হলে দুজনের বিরুদ্ধে আটকাদেশের আবেদন থাকায় তাদের জামিন নামঞ্জুর করা হয়"। (১২-৬-৯৪ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

পাকিস্তানে মসজিদে রাজনৈতিক প্রচারে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ

"পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর সরকার সোমবার মসজিদে প্রচারণার উদ্দেশ্যে লাউডস্পীকার ব্যবহারকারী মোল্লাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ মসজিদে লাউডস্পীকার ব্যবহার করে মোল্লারা যেসব প্রচারণা চালায় তা রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে ১৯৬০-এর দশক থেকেই এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে কিন্তু মোল্লারা তা উপেক্ষা করে এসেছে।

কট্টরপন্থী একটি ইসলামী গ্রুপ বেনজীর মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের জবাবে বলেছে, তারা নিষেধাজ্ঞা মানবে না।

বেনজীর মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মসজিদের লাউডস্পীকার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মুয়াজ্জিনের আজান ও শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবা ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। রয়টার"। (১লা জুন, ১৯৯৪ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

জামাত অফিস থেকে ৫ মণ পাথর, লাঠি, ককটেল উদ্ধার

"কাগজ প্রতিবেদক: গতকাল বুধবার সকালে জামাতে ইসলামীর পুরানা পল্টনস্থ মহানগর কার্যালয় থেকে পুলিশ প্রচুর লাঠিসোঁটা ও পাথর উদ্ধার করেছে। মতিঝিল থানা পুলিশ এ তথ্য জানায়। উদ্ধারকৃত লাঠিসোঁটার মধ্যে রয়েছে ১০২৬টি গজারির লাঠি, ১২০টি বাঁশের লাঠি, ককলেট তৈরির ৬৫টি জর্দার কৌটা এবং পাথরের টুকরা পাঁচ মণ।

পুলিশের এক সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকেই বিভিন্ন স্থান থেকে ভ্যান গাড়ি করে এ সকল লাঠিসোঁটা ও পাথরের টুকরা দলের অফিসে আসছিল। পুরো ঘটনা পুলিশের নখদর্পণে রেখে সকালে এক ঝটিকা অভিযান চালিয়ে এগুলো উদ্ধার করে"।

(৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

সেই পাকিস্তানী ইমামের ৩০ বছর জেল

"স্ত্রীর ওপর দৈহিক নির্যাতন চালানোর অপরাধে পাকিস্তানের আদালত বৃহস্পতিবার পাঞ্জাব প্রদেশের এক মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ হাফিজ শরীফকে ৩০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। তাছাড়া তাকে আরও দু'লাখ ১০ হাজার রুপী জরিমানা করা হয়েছে।

বিশেষ আদালতের জজ মাহমুদ আহমদ রায়ে ঘোষণা করে বলেন, নীতিবিবর্জিত অপরাধের জন্য তিনি আরও কঠোর শাস্তি দিতে পারলেন না বলে দুঃখিত। সংবাদপত্রের খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে শুক্রবার ইসলামাবাদ থেকে এপি ও রয়টারের খবরে এ কথা বলা হয়।

জজ বলেন, এ.কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই অপরাধ খুনের চেয়েও জঘন্য। ইমাম সাহেবের আচরণ সভ্যতাবর্জিত।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইমাম হাফিজ শরীফ দাম্পত্য কলহের পর তার স্ত্রী জয়নাব নূরের যোনি ও ওহ্দ্বারে লোহার রড ঢুকিয়ে বৈদ্যুতিক কারেন্ট চালিয়ে দেন। এতে জয়নাব নূর গুরুতর আহত হন। তিনি হাসপালে ভর্তি হওয়ার পর এ খবর পাকিস্তানের সংবাদপত্র জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এ ঘটনায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি জয়নাব নূরকে চিকিৎসার জন্য ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, ঘরোয়া ব্যাপারের অজুহাত তুলে মহিলাদের ওপর নির্যাতন করে রেহাই পাবে না।

গত নবেম্বরে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো মহিলাদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি আইগত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে মহিলাদের উৎসাহিত করার জন্য পাকিস্তানে মহিলা থানা স্থাপন করেছেন"। (১৬ই জুলাই '৯৪ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

ধর্মান্ধদের সহিংস তৎপরতার কারণে ৮টি বিদেশী কোম্পানী বিনিয়োগ না করে ফিরে গেছে

"নিউজ এণ্ড ফিচার সার্ভিস : বাংলাদেশে মৌলবাদীদের সন্ত্রাস এবং সহিংসতার কারণে গত দু'মাসে অন্তত ৮টি বিদেশী কোম্পানী ফিরে গেছে। এরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে এসেছিল। কিন্তু মৌলবাদী তৎপরতার কারণে তারা পরিবেশ অনুকূল নয় বলে চলে গেছে। এর মধ্যে তিনটি ছিল জাপানী প্রতিষ্ঠান। এরা বাংলাদেশে যৌথভাবে ইলেকট্রনিক শিল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে এসেছিল। ব্রিটিশ কোম্পানি ম্যাক্সওয়েলের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এসেছিলেন যৌথ উদ্যোগে গার্মেন্টস স্থাপনের চিন্তা মাথায় নিয়ে। একই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন একটি জার্মান কোম্পানী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জোভিয়ার্স কোম্পানির এক কর্মকর্তা এসেছিলেন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করতে।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এরা বাংলাদেশে এসেছিলেন স্থানীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। আর এই সময়টিতে বাংলাদেশে চলছিল একের পর এক মৌলবাদী তৎপরতা। প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি, পত্রিকা অফিসে হামলার ঘটনায় এরা বিস্মিত হয়েছেন বলে জানা গেছে। মার্কিন কোম্পানীর কর্মকর্তা এসেছিলেন ৩০শে জুন হরতালের দিন। এ দিন সারা বেলা এয়ার পোর্টে তাকে কাটাতে হয়েছে দু'জন সফরকারী সঙ্গীকে নিয়ে। পরে মার্কিন দূতাবাস থেকে তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে পরের ফ্লাইটে চলে গেছেন। সোনারগাঁয়ে তার হোটেল বুকিং ছিল ১১ই জুলাই পর্যন্ত। ওটা তিনি বাতিল করে দেন। সূত্র মতে, এসব ছাড়াও

সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অচলাবস্থা সংসদে সঙ্কট বিনিয়োগ বিমুখতার অন্যতম কারণ। যদিও সরকার বিনিয়োগে বিদেশীদের সুযোগ সৃষ্টি কররার জন্যে আইন-কানুন যথেষ্ট শিথিল করে দিয়েছে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতাও কমেছে কিছুটা; কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলেছেন, সরকার তাদের আশ্বস্ত করার মতো কিছু করতে পারছে না, তারা সবার আগে দেখতে চায় তাদের বিনিয়োগ কতটা নিরাপদ"।

(৯ই জুলাই '৯৪ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

মৌলবাদীদের খপ্পর থেকে খালেদা জিয়াকে বেরিয়ে আসতে হবে লণ্ডনের টাইমসের সম্পাদকীয়ঃ

লণ্ডনের দ্য টাইমস পত্রিকায় গত ২ জুলাই এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ ইসলামী উগ্রপন্থীদের উত্থানের সমালোচনা করা হয়েছে। সম্পাদকীয়তে বেগম জিয়ার সরকারকে উগ্রপন্থীদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার পথ বের করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। "এগেইন পুওর বাংলাদেশ হয়্যার ফাণ্ডামেন্টালিষ্টস ফাইট উইথ ফতওয়া এণ্ড স্নেকস" শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়, অসাবধানতাবশত একটি দিয়াশলাই কাঠি থেকে যে কোন মুহূর্তে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে যা সময়ে অনেক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বাংলাদেশে ঠিক এ রকম পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। বাংলাদেশ সরকারের দুর্বলতার কারণে ইসলামী উগ্রবাদীরা ধর্মের নামে রাজপথে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। গত মাসে নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। এদিকে একটি হাল্কা ব্যঙ্গাত্মক নিবন্ধ প্রকাশের জন্য দু'জন সাংবাদিককে কারারুদ্ধ করা হয়। এঘটনা বাংলাদেশে ধর্মীয় অধিকার এবং বাকস্বাধীনতার পক্ষাবলম্বী দু'পক্ষের মধ্যে শত্রুতায় আরও ইন্ধন যুগিয়েছে যার ফলশ্রুতিতে সাধারণ ধর্মঘট এবং রাস্তায় রাস্তায় সহিংসতার ঘটনা ঘটছে।

চিকিৎসক থেকে লেখিকা হিসাবে পরিচিতি লাভকারী তসলিমাকে ঘিরে বাংলাদেশের পরিচিতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে গণতান্ত্রিক এবং সংস্কারপন্থী খালেদা জিয়ার সরকার আপাতদৃষ্টিতে নিরুপায় মনে হচ্ছে। গত সপ্তাহে সাপ থেকে শুরু করে হাতে তৈরি বোমায় সুসজ্জিত উচ্ছৃঙ্খল জনতার সাথে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষে শত শত লোক আহত হয়। কোরআনের অবমাননাকারীদের ফাঁসি দাবি করে রাস্তায় সাপ নিয়ে মিছিল করে এবং তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি না দেয়া হলে রাজধানী ঢাকায় দশ হাজার বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেয়ার হুমকি দেয়। সরকারের গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং ইসলামী উগ্রপন্থীদের ফতোয়া ও ফাঁসির হুমকি থেকে রক্ষা পেতে তসলিমা এখন আত্মগোপন করে আছেন। এ ছাড়া উগ্রপন্থীরা 'সহিংস তৎপরতা জোরদারের প্রতিজ্ঞা করেছে।

জুনের শেষে উগ্রপন্থীরা ঢাকায় বিরাট সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে এর ফলে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। তাদের বিরোধীরা অবশ্য রাজপথ থেকে তাদের হটিয়ে দেয়ার শপথ নিয়েছিল।

নিকট অতীতের অশান্ত ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকালে দেখা যায়, স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের পতনের পর থেকে চারটি বছর হতদরিদ্র দেশটির বেশ স্থিতি ও সমৃদ্ধির মধ্যে কেটেছে। এ অবসরে ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের সৃষ্ট নৈরাজ্য বিশেষভাবে দুঃখজনক। রাজনৈতিক স্থিতি ও অর্থনৈতিক সাফল্য উভয়ের মূলে রয়েছে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। বেগম জিয়া এটা প্রমাণ করার জন্য তার ক্যারিয়ারের ঝুঁকি নিয়েছেন। উদার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ, দরিদ্র পল্লীবাসীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং তাদেরকে আশার আলো দেখানোর মতো ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে তিনি সাহস ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন এমন বেড়ে গেছে যে, চিরকাল যে বাংলাদেশকে খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হতো সেই বাংলাদেশ এখন খাদ্যের দিক থেকে প্রায় স্বনির্ভর হচ্ছে। এছাড়া দেশটির রফতানিও বছরে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব উন্নতিই এখন বিপন্ন হওয়ার মুখে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, বাক-স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। উগ্র--পন্থীরা এখন ধর্মদ্রোহিতা আইন পাশ করার দাবি জানাচ্ছে, পত্রিকার ওপর সেন্সরশীপ আরোপ করার আন্দোলন করছে আর সাহায্য সংস্থা নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ অ্যাকশন কমিটি সারাবিশ্বে পথিকৃতের কাজ করছে। বেগম খালেদা জিয়ার সরকারকে উগ্রপন্থীদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে বের করতে হবে। টাইমস পত্রিকায় বলা হয়, নরওয়ে এ ব্যাপারে যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব করেছে সরকারের উচিত তা গ্রহণ করা"।

(৫ জুলাই '৯৪ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

জামায়াতীদের সাজানো ফতোয়াদাত্রী তসলিমা !

"জাতীয় জনতা পার্টির সভায় বলা হয়, তসলিমা নাসরিন জামায়াতীদের সাজানো ফতোয়াদাত্রী। জামায়াত ও বিজেপি চক্রের সৃষ্ট তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য কেন্দ্র করে জামায়াতীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাতের খেলায় মেতেছে। জামায়াত রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই তসলিমাকে প্রতিপক্ষ সাজিয়ে বাজারে ছেড়েছে। সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও বলা হয়, সরকার রহস্যজনক কারণে সাম্প্রদায়িক শক্তির ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে উদাসীনতা দেখাচ্ছে এবং তসলিমা নাটকের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আটকে রেখে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার প্রয়াস পাচ্ছে"। (২৪-৭-৯৪ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

গুঁন্চা

(ফুল-কুঁড়ি)

(৫ থেকে ৭ বছরের ওয়াকফে নও এবং অন্যান্য শিশুর জন্যে তা'লীম তরবীয়তি পাঠ্যসূচী)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

তৃতীয় কিস্তি অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ও তকদীরের ওপরে ঈমান

মা—আরকানে-ইসলামের মধ্য থেকে খোদাতা'লার ওপরে ঈমান আনার পরে ফিরিশ্‌তাগণের ওপরে ঈমান, খোদাতা'লার কিতাবসমূহের ওপরে ঈমান, খোদাতা'লার রসূলগণের ওপরে ঈমানের ব্যাপারে তোমাকে বলেছি। আজ কেয়ামতের ওপরে ঈমান আনা প্রসঙ্গে তোমাকে বলবো।

শিশু—খোদাতা'লাকে আমরা দেখতে পারি না, কিন্তু তাঁর কুদরতের মহিমার ওপরে ঈমান এনেছি। ফিরিশ্‌তাদেরকে আমরা দেখতে পারি না, কিন্তু তাদের কাজ দেখে আমরা ঈমান এনেছি। কুরআন মজীদ ও রসূলগণকে দেখতে পারি। আপনি বলুন তো কেয়ামতও কি দেখতে পারা যায়, না যায় না?

মা—এত বড় লম্বা প্রশ্ন করে দিয়েছো তুমি। তোমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেবো। তোমার তো একথা জানা আছে যে, এ দুনিয়াতে যে-ই আসে প্রথমে ছোটই থাকে পরে বড় হয়। এর পরে বুড়ো হয়ে যায়।

শিশু—দাদুর মতন, তাই নয় কি?

মা—হ্যাঁ, সোনামনি। এর পরে খোদাতা'লা নিজের নিকট ডেকে নেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একদিন মরতে হবে, আর এ সারা দুনিয়াকে একদিন শেষ হতে হবে। ইহাকেই কেয়ামত বলে। কিন্তু মৃত্যুর পরে আল্লাহ্ পাক পুনরায় জীবিত করবেন। ইহা জানা নেই যে, কোন আকারে জীবিত করবেন। পুনরায় তার জীবিতকালীন সময়ে কৃত কর্মের হিসাব নেয়া হবে ভাল কাজের সওয়াব (পুরস্কার) দিবেন আর খারাপ কাজের শাস্তি দিবেন।

শিশু—তকদীরের ওপরে ঈমান কাকে বলে?

মা—প্রত্যেক জিনিষের জন্যে একটি নির্ধারিত মাপ আছে। যে-কেউ যেভাবে কাজ করবে তদনুযায়ী ফল পাবে। আল্লাহ্‌ই সকল বিষয়ে অবগত আছেন।

নামায

মা—ইসলামের প্রথম রোকন (স্তম্ভ) কলেমা তাইয়্যেবাহ্‌। দ্বিতীয়টি কি বল ?

শিশু—ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো নামায। আমরা প্রত্যেকদিন পাঁচ বার নামায পড়ি। প্রত্যেক নামাযের সময় নির্ধারিত।

মা—এখন আমি তোমাকে প্রত্যেক নামায কত রাকা'আত পড়া হয় তা বলছি :

(১) ফজরের নামায—২ রাকাআ'ত সুন্নত ও ২ রাকা'আত ফরয।

(২) যোহরের নামায—প্রথম ৪ রাকা'আত সুন্নত, পরে ৪ রাকা'আত ফরয এবং পরে ২ রাকা'আত সুন্নত।

(৩) আসরের নামায—৪ রাকা'আত ফরয।

(৪) মাগরেবের নামায—৩ রাকা'আত ফরয ও ২ রাকাআত সুন্নত।

(৫) এশার নামায—৪ রাকা'আত ফরয, ২ রাকা'আত সুন্নত ও ৩ রাকা'আত বেতের।

শিশু—এগুলোকে আমি ইনশাআল্লাহ্‌ মুখস্ত করে নেবো।

মা—তোমার আশা করি 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' পর্যন্ত সূরা মুখস্ত আছে।

শিশু—জ্বি হ্যাঁ, আপনি আমাকে ওযু করার পদ্ধতিটি এমনভাবে শিখিয়ে দিন যেন আমি সহজে মনে রাখতে পারি।

মা—খুব মনযোগ দিয়ে শুন।

টিকা : স্কুলের পাঠ্য সূচীতে নামাযের রাকা'আত সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে শিশুদেরকে স্কুলে উহাই শিখান উচিত। একজন সাধারণ মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যে কত রাকা'আত নামায সহজসাধ্য রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কমপক্ষে তা নির্ধারণ করেছেন। উহা এই পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে।

অযুর পদ্ধতি

১। বিসমিল্লাহির্‌ রহমানির রাহীম পড়ে ওযু শুরু কর। সর্ব প্রথম কব্জি পর্যন্ত হাত ধৌত করো।

২। পরে ডান হাতে পানি নিয়ে ৩ বার কুলি করো।

৩। কুলি করার পরে বাম হাতে নাকে পানি দিয়ে ৩ বার নাক পরিষ্কার করো।

৪। উভয় হাতে পানি নিয়ে পুরো মুখকে ৩ বার ধৌত করো।

৫। এরপরে প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত ৩ বার করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করো।

৬। পুনরায় উভয় হাত ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলোকে মাথার ওপর থেকে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যাও। অতঃপর ঘাড় মুছে ফেল। আর কানের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে বৃদ্ধা অঙ্গুলীকে কানের পিছনে ঘুরিয়ে আন। ইহাকে মাসাহ্ করা বলে।

৭। মাসাহ্-এর পরে প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পা ৩ বার করে গিরো পর্যন্ত ধৌত করো।

ওযুঃ নামাযের পূর্বে ওযূ করা জরুরী। ওযূ এভাবে করা হয় যে, প্রথমে পানি দ্বারা হাত ধৌত করা হয়। পুনরায় মুখে পানি ঢেলে কুলি করতে হয়। নাকে পানি ঢেলে নাক পরিষ্কার করতে হয় এবং সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করতে হয়। পুনরায় উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে হয়। পুনরায় হাত ভিজিয়ে মাথার ওপরে বুলাতে হয় অর্থাৎ মুছে ফেলতে হয়। পুনরায় উভয় পা গিরো পর্যন্ত ধৌত করতে হয়।

টিকা ঃ আসল পুস্তকে যদিও ছবি দ্বারা ওযুর পদ্ধতি আযান ও নামায দেখানো হয়েছে ; কিন্তু অনিবার্য কারণে এখানে তা দেখানো সম্ভব হলো না—অনুবাদক)

আযান

শিশু—নামাযের পূর্বে আযান দেয় কেন ?

মা—প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে যখন মদীনায় গেলেন আর নামাযের রাকা'আত নির্ধারিত হয়ে গেল তখন ইহা অনুভূত হলো যে, নামাযের সময় হলে কীরূপে মুসলমানদেরকে সংবাদ দেয়া যেতে পারে। এ পর্যায়ে তিনি সাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর নিকট থেকে পরামর্শ চাইলেন। ঐ যুগে ইহুদীরা আগুন জ্বালিয়ে তাদের উপাসনার সময়ের সংবাদ দিত। ইহুদীদের মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতি এই ছিল যে, শানাই এর মত এক প্রকার বাদ্য যন্ত্রে ফুঁক দিলে খুব জোরে আওয়াজ বের হত। ঐ আওয়াজ শুনে তারা বুঝতে পারত যে, উপাসনার সময় হয়ে গেছে।

এভাবে খৃষ্টানরা ঘন্টা বাজাত বা সানাই বাজিয়ে উপাসনার সময় ঘোষণা করত। কিন্তু এর মধ্যে কোনটিই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পসন্দ হ'ল না।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এবং আর একজন সাহাবী স্বপ্নে আযানের বাক্যগুলো শুনেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্তা'লা রসূলুল্লাহ্কে এ বাক্যগুলো বল্লেন। যখন হযরত উমর (রাঃ) নিজের স্বপ্নের কথা শুনালেন তখন তিনি (সাঃ) উহা পসন্দ করলেন এবং এই পদ্ধতি জারী করে দিলেন।

শিশু—আপনি আমাকে আযান শিখিয়ে দিন না আম্মু।

মা—আমি বলে যাচ্ছি তুমি মুখস্ত করো।

আল্লাহু আকবর—আল্লাহু আকবর—আল্লাহু আকবর—আল্লাহু আকবর। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু—আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহু—আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহু। হাইয়্যালাসসালাহু-হাইয়্যালাসসালাহু। হাইয়্যালাল ফালাহু—হাইয়্যালাল ফালাহ। আল্লাহু আকবর—আল্লাহু আকবর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

ফজরের নামাযের আযানে হাইয়্যালাল ফালাহু বলার পরে ২ বার আসসালাতু খায়রুম্ মিনান্নাউম বলো।

শিশু—এর অর্থ কি?

মা—এর অর্থ ঘুম থেকে নামায উত্তম।

শিশু—সর্বপ্রথম কে আযান শিক্ষা করেছেন ও দিয়েছেন?

মা—সর্বপ্রথম আমাদের নেতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-কে এ বাক্যগুলো শিখিয়েছেন। আর তিনিই প্রথম আযান দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন হযরত বেলাল (রাঃ)-ই আযান দিয়ে আসছিলেন। তাঁর আওয়াজ সবচে' উঁচু এবং উত্তম ছিল। আযান শুনে মন গলে যেত।

শিশু—আমি কি ভাল আযান দিতে পারবো?

মা—কেন না। বার বার আযানের বাক্যগুলো পড়তে থাক এবং উচুঁ আওয়াজে বলতে থাক। (চলবে)

(৪২ এর পাতার পর)

এ প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য যে রেওয়ায়েতটি পেশ করা হয় সেটি শুনানে আবু দাউদে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, "চার ব্যক্তির কোথাও নিরাপত্তা দেয়া যেতে পারে না।" কিন্তু ইমাম আবু দাউদ (রাহঃ) নিজেই এ হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর মন্তব্য করেছেন যে, এ রেওয়ায়েতের সনদ যেরূপ হওয়া প্রয়োজন সেরূপ আমি পাইনি। অতঃপর তিনি ইবনে খাত্তাল সম্পর্কিত রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেন। এ রেওয়ায়েতের একজন রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম আহমদ ইবনে মুফায্যাল। তাঁকে বিখ্যাত হাদীস সমালোচক ইয়াযদী মুনকেরুল হাদীস (অগ্রহণযোগ্য হাদীসবেত্তা) বলে উল্লেখ করেছেন। এ রেওয়ায়েতের আর একজন রাবী আসবাত ইবনে নযর সম্পর্কে ইমাম নাসায়ীর উক্তি, "তিনি নির্ভরযোগ্য নন।" যদিও এ ধরনের ত্রুটি কোন রেওয়ায়েতের নির্ভরযোগ্য না হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়; কিন্তু এ রূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্যে বর্ণনাকারীর এতটুকু ত্রুটিই ঐ 'মাশকুক' বা সন্দেহযুক্ত হবার পক্ষে যথেষ্ট।

আল্লামা শিবলী নুমানীর 'সীরাতুন্নবী (সাঃ)' থেকে

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনী লেখকগণ লিখেছেন যে, যদিও তিনি মক্কাবাসীকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, তথাপি দশ ব্যক্তি সম্পর্কে যেখানেই পাওয়া যায় তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। তাদের কেউ কেউ যেমন আবদুল্লাহ ইবনে খাত্তাল ও মাকীস ইবনে সাবাবা খুনী আসামী ছিল। তাদেরকে কেছাছ মর্মে (ইসলামী আইনে খুনের বদলে খুন) হত্যা করা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও ছিল যাদের অপরাধ শুধু এটাই ছিল যে, তারা মক্কায় অবস্থানকালে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি নির্যাতন করত অথবা তাঁরা কুৎসামূলক কবিতা রচনা করত।

তাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোককে এ অপরাধে হত্যা করা হয় যে, সে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কুৎসামূলক গান গাইত। কিন্তু মুহাদ্দেসসুলভ সমালোচনায় এ বর্ণনা শুদ্ধ বলে বিবেচিত নয়। কারণ, উপরোক্ত অপরাধে তো সমস্ত মক্কাবাসীই অপরাধী ছিল। কোরাইশদের মধ্যে চার জন ছাড়া-কে এমন ছিল, যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জ্বালাতন করেনি। এতদসত্ত্বেও যে সমস্ত লোককেই এ সুসংবাদ শোনানো হয় যে, "তোমরা মুক্ত।" যাদের হত্যার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তারা তো তুলনামূলকভাবে কমই অপরাধী। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে সেহাহ সেত্তায় (ছয়খানা সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কারও উপর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। খয়বর প্রান্তরে যে ইহুদী স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিষ প্রয়োগ করেছিল, লোকেরা তার হত্যার হুকুমের জন্যে আরয করলে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, "না, তাকে হত্যা করবো না।" খয়বরের কুফরপুরীতে একটি ইহুদী বিষ প্রয়োগ করার মত অপরাধ সত্ত্বেও মহানবীর (সাঃ) দয়ায় প্রাণে রক্ষা পায়, তবে হরম শরীফে তা অপেক্ষা লঘু অপরাধে অপরাধী কেমন করে তার করুণা হতে বঞ্চিত হতে পারে!

যদি বিবেক-বুদ্ধি ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর না-ও করা হয়, তবুও কেবলমাত্র বর্ণিত হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়, এ ঘটনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সহীহ্ বোখারী গ্রন্থে কেবলমাত্র ইবনে খাত্তালের হত্যার কথা উল্লেখিত হয়েছে। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তাকে কেসাসস্বরূপ হত্যা করা হয়। মাকীসের হত্যাও শরীয়তের কেসাস মতেই হয়েছিল। বাকী যাদের সম্পর্কে হত্যার হুকুম দেয়া হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা এক সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্যাতন করত। এ প্রসঙ্গের বর্ণনাগুলো কেবলমাত্র ইবনে ইসহাক পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি (অসূলে হাদীস) মোতাবেক তা অসংলগ্ন বা মুনকাতে' যা গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া স্বয়ং ইবনে ইসহাকও যে বর্ণনাকারী হিসেবে কোন্ মর্যাদার অধিকারী তা আমরা এ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।

(অবশিষ্টাংশ ৪১-পৃষ্ঠায় দেখুন)

সংবাদ

হযরত খাতামান্নবীঈন যিন্দাবাদ নবীদের সরদার যিন্দাবাদ

অতি শান ও শওকতের সাথে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসার আয়োজন করুন

মহান রবিউল আউয়াল মাস দ্বার প্রান্তে। এ মাসে আমাদের প্রিয় নবী সারওয়ারে কায়েনাৎ রহমাতুল্লিল আলামীন খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং প্রত্যেক জামাতকে এ মাসে বেশী বেশী সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসার আয়োজন করে হুযুর (সাঃ)-এর মহান জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার জন্যে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। এসব জলসাতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকদেরকে বক্তা ও শ্রোতা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। সম্ভব হলে এ ধরনের জলসা হালকায় হালকায় এমনকি প্রত্যেক বাড়ীতে পর্যন্ত করা যেতে পারে।

জলসা শেষে খাকসারের নিকট সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্যে অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

ওয়াকফে নওগণের অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের জ্ঞাতব্য

অত্র সংখ্যায় ওয়াকফে নও সংক্রান্ত মোহতরম শামীম আহমদ সাহেবের প্রবন্ধ পাঠ করার পর ওয়াকফে নওগণের অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করতঃ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে খাকসারের নিকট রিপোর্ট পাঠাবেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের লাইব্রেরীতে ইয়াসসারনাল কুরআন মজুদ আছে। যাদের প্রয়োজন তারা সরাসরি সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। মূল্য ৫/- টাকা।

মোহাম্মদ সামসুর রহমান
সেক্রেটারী, ওয়াকফে নও

আনসারুল্লাহর সংবাদ

০ মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঢাকা-এর উদ্যোগে ১লা মে '৯৪ বাদ আসর নাখালপাড়া হালকায় সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা হয়। উক্ত জলসায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, ঢাকা জামাতের আমীর, সদর, বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ্ উপস্থিত ছিলেন।

০ মজলিসে আনসারুল্লাহ ঢাকা-এর উদ্যোগে ১৮/৪/৯৪ ইং তারিখে বাদ আসর মতিঝিল হালকায় মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ সাহেবের বাসায় সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা

অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় ঢাকার আমীর ও সদর আনসারুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

০ মজলিসে আনসারুল্লাহ নাসেরাবাদ-এর উদ্যোগে ১৫/৭/৯৪ ইং তারিখ বাদ জুমু'আ মসজিদে এক সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

০ মজলিসে আনসারুল্লাহ রঘুনাথপুরবাগে গত ১২-১৩/৪/৯৪ ইং তারিখে স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সদর মজলিসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী এবং মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ সাহেব যোগদান করেন।

০ ৩রা ও ৪ঠা জুন '৯৪ কুকুয়া, খাকদান, পটুয়াখালী ও বৃহত্তর বরিশাল-এর আনসারুল্লাহ্র আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী এবং ফয়েজ উল্লাহ সাহেব যোগদান করেন।

০ ২৩শে জুন '৯৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসে আনসারুল্লাহর ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী যোগদান করেন। উক্ত ইজতেমায় ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

০ গত ২৪/৬/৯৪ তারিখে হেলেঞ্চাকুড়ি জামাতের উদ্যোগে বাদজুমুআ তবলীগি আলোচনার আয়োজন করা হয়।

০ খুলনা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২৪-৬-৯৪ ইং তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ খেলাফত দিবস '৯৪ পালন করা হয়।

০ খুলনা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ১৫-৭-৯৪ ইং তারিখে এক ওয়াকারে আমল কর্মসূচী সম্পাদন করা হয়। প্রেসিডেন্ট সহ ১০ জন খাদেম এবং ২ জন তিফল ও ১ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

০ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের ৮ম শ্রেণী থেকে দুইজন ছাত্র (তিফল) ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ২য় বিভাগে বৃত্তি লাভ করেছে। উক্ত ছাত্রদের নাম নিম্নরূপ :

১। মোঃ আবদুল কাইয়ুম, পিতা মোঃ আবুল কালাম

২। খন্দকার মোবাশ্বের আহমদ, পিতা মোসলেম খন্দকার

শোক সংবাদ

০ তেজগাঁও জামাতের জনাব মোঃ আসাদ উল্লাহ দুরারোগ্য ব্যাধি ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে গত ২৮শে জুন রাত ১০টা ২৫ মিনিটে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)।

মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি ২ ছেলে ১ মেয়ে ও স্ত্রীসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর রূহের মাগফেরাত ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য খাস দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আল্লাহ তুমি আমাদের রক্ষা করো

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

০ বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ধর্মীয় কুচক্রী ও তাদের অনুসারী ধর্মান্ধদের হাত হতে নিজেকে এবং দেশ ও ইসলামকে রক্ষা করা। তারা ইসলামের নামে কুরআন পাকের সুস্পষ্ট শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী মনগড়া অপ-ব্যাখ্যা প্রচার দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করছে। নিজেদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য দেশময় তুমুল আন্দোলন চালাচ্ছে।

০ তারা ধর্মদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহীকে এক করে উভয়ের জন্য বিশেষ করে তাদের দৃষ্টিতে ধর্মদ্রোহী তথা মুরতাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড বলে নিজেরাই রায় দিচ্ছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত বিচারক ছাড়া অন্য কেউ যে কোন স্বীকৃত অপরাধের শাস্তি বা রায় দিতে পারে না এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে তারা ধর্মীয় উন্মাদনার আড়ালে ঢেকে রাখতে চায়।

০ মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্ ধর্ম প্রেরণ করেছেন। তাই অতি যুক্তি-সংঙ্গত-ভাবে তিনি ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি তাঁর হাতে রেখেছেন। সূরা নিসার ১৪০ নং আয়াতে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন: "কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে আল্লাহর কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন যে পর্যন্ত উহারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হইবে তোমরা তাহাদের সহিত বসিও না, অন্যথায় তোমরাও উহাদের মত হইবে। মুনাফিক এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সকলকেই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্র করিবেন।" এই আয়াতে স্পষ্টভাবে অপরাধ উল্লেখ করে তার প্রতিকার বর্ণনা করা হয়েছে।

একই বিষয়ে আল্লাহ্তা'লা সূরা আনআমের ৬৮-৬৯ নং আয়াতে বলেছেন: "তুমি যখন দেখ, তাহারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরিয়া পড়িবে যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না। উহা-দিগের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নহে যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে উপদেশ দেওয়া তাহাদিগের কর্তব্য যাহাতে উহারাও সাবধান হয়।" দেখা যাচ্ছে এজন্য মানুষের হাতে আল্লাহ্ শাস্তির কোনই অধিকার দেননি।

০ মানুষ দেশ-ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করে থাকে। তাই রাষ্ট্রদ্রোহীদের শাস্তির অধিকার রাষ্ট্রের হাতে থাকে। যারা ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি নিজেরা হাতে নিতে চায় বা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে চায় তারা স্পষ্টতঃ কুরআন পাকের নির্দেশের বিরোধিতা করছে। কুরআনকে অপমান করছে। এজন্য তাদের অযথা উচ্চারিত শাস্তি তাদেরই হওয়া উচিত।

০ মানব ইতিহাসের একটি বড় সত্য নিয়ে বিবেচনা করা যাক। তাতে স্বার্থান্ধ ও ও ধর্মান্ধদের বর্তমান আন্দোলনের সঠিক মূল্যায়ন সহজতর হবে বলে আশা করা যায়। চরম অবক্ষয়ের সময়ে যখনই মানবতাকে রাহুমুক্ত করার জন্য কোন নবী-রসূলের শুভাগমন হয়েছে তখনই ধর্মের ধ্বজাধারীরা তাঁদের পবিত্র আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁদের মিশনকে ব্যর্থ এমনকি তাঁদের হত্যা করতেও চেষ্টার কোনই ত্রুটি করেনি। কিন্তু ধর্মের নামধারী উক্ত অ-ধার্মিকেরা বার বার ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে নবী-রসূলগণ ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারীরাই সফল হয়েছেন। তবু বক-ধার্মিকরা বসে নেই। তারা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেই চলেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কালে নিষ্ঠাহীন হয়ে নবী-রসূলদের তথা-কথিত অনুগামীরাই আবার স্বার্থান্ধ ও ধর্মান্ধে পরিণত হয়। খাতামান্নবীঈন রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

০ সূরা আলে ইমরানের ৯ম রুকূতে বলা হয়েছে: 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে ও তোমরা ন্যায়-সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস রাখ।' উক্ত আয়াতে অর্পিত শ্রেষ্ঠ উম্মতের মহান দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বর্তমান আলেম সমাজের বৃহত্তর অংশকে পতনের শেষ সীমায় নিয়ে গেছে। ধর্মীয় আদর্শবাদীদের পচন শুরু হয় আলেমদের মাধ্যমে। এর পূর্ণতাও লাভ হয় তাদের দ্বারাই। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় আলেমদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন:

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকিবে। তাহাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হইবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকিবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে ফেৎনা-ফাসাদ উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা ফিরিয়া যাইবে।" (বায়হাকী, মিশকাত)।

আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসূল যাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলেছেন তাদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট তথা শুভ সুন্দর কিছু কখনই আশা করা যায় না। বরং এরূপ করতে যাওয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি আস্থাহীন হওয়াই নয়, চরম বোকামিও বলা যায়।

০ চতুর্দিকে তাকালে বিশেষ করে মোসলেম জাহানের চূড়ান্ত অধঃপতনের কথা [ইরাক-ইরানে যুদ্ধ, আফগানিস্থানের জঘন্যতম গৃহ-বিবাদ, দুই ইয়ামেনের একীভূত হয়ে পুনরায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চরম অবমাননার উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায়। ইসলামের নাম প্রতিষ্ঠিত নতুন দেশ পাকিস্তানের আলেমরা ইসলামী আদর্শে দেশ ও সমাজ গড়ার চরম ব্যর্থতার পরিচয় বহন করছে] বিবেচনা করলে এই জামানাই যে 'সেই সময়' তা বুঝতে মোটেই কঠিন হয়না।

০ পাকিস্তানী আলেমদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়ে বাংলাদেশেও ধর্মান্ধ স্বার্থান্ধ আলেমরা পাকিস্তানের মত অবস্থা সৃষ্টি করতে বদ্ধ পরিকর। উল্লেখ্য যে, সাবধান হওয়ার জন্য পাকিস্তানের বর্তমান ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়া যায়। তাই বলে ঐ দেশের অধঃপতিত, জন-বিবর্জিত আলেমদেরকে কখনও এ দেশের শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

০ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত 'নিকৃষ্টতম' জীবের আগ্রাসন হতে নিজকে, সন্তান-সন্ততি এবং সমাজ ও দেশকে বাঁচার জন্য বিবেকবান ও মানবতাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। তেমনি আল্লাহ্‌র দরবারেও দরদে দিলে আকুতি জানাতে হবে যে-হে আল্লাহ্ তুমিই তো আমাদের প্রকৃত রক্ষাকর্তা। তুমি তাদের সকল ফেৎনা-ফাসাদ হতে আমাদের সবাইকে রক্ষা করো, রক্ষা করো ইসলাম এবং আমাদের প্রিয় দেশ ও সমাজকে। আমীন।

দোয়া তৃণখণ্ডকে কড়ি কাঠের শক্তি দান করতে পারে

"দোয়া এরূপ এক শক্তি যা তৃণখণ্ডকে কড়ি কাঠের শক্তি দান করতে পারে আর দোয়ার মাধ্যমেই বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত হয়। আপনার উপদেশের বিন্দু বিফলে যাবে এবং আশে পাশের পিপাসার্ত ভূমি উহাকে আত্মস্থ করে উহার চিহ্নও অবশিষ্ট রাখবে না। হ্যাঁ, যদি দোয়ার সৌভাগ্য উহার লাভ হয় তাহলে অবশ্যই উহা সিন্ধুতে পরিণত হবে। সমগ্র বিশ্বের পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করুন। অতএব দোয়ার মাধ্যমে স্বীয় জন্মভূমিরও সেবা করুন। যালেমদের হাতকে নিবৃত্ত করে মযলুমকে সাহায্য করুন এবং উপদেশ দিতে থাকুন যেন জগতে সত্যতা সমুন্নত হয় আর পরিশেষে মানুষের বোধোদয় হয়।"

[হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)]

আসহাবে কাহাফের পাতা

আবু রকীব

১। প্রায় ৭০ বৎসর থেকে আহমদী প্রকাশিত হচ্ছে। পাক্ষিক রূপে প্রকাশিত হচ্ছে প্রায় ৫৬ বৎসর থেকে। আপনি কি চান 'আহমদী' সাপ্তাহিক রূপে আত্ম প্রকাশ করুক যাতে প্রতি সপ্তাহে খুতবা পেতে পারেন?

২। আপনি কি চান, পত্রিকাটি আরো বর্দ্ধিত আকারে সুন্দর ঝকঝকে ছাপায় মনোরম মলাটে প্রকাশিত হোক?

৩। নূতন লেখকদের লেখা এবং সংবাদ আরো বিস্তারিত আকারে মুদ্রিত হোক?

৪। আপনি কি মনে করেন যে, ৯১-৯২ সালে পত্রিকা প্রকাশে যে মূলধন নির্দ্ধারিত ছিল তাই দিয়ে ৯৪-৯৫ সালেও পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব?

৫। বিগত দুই বৎসর থেকে দেশের খ্যাতিমান ও কৃতী কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কল্যাণধর্মী প্রবন্ধ আহমদীতে পুনঃ মুদ্রিত হচ্ছে। এর দ্বারা যে পত্রিকার মান বৃদ্ধি হয়েছে তা কি আপনি স্বীকার করেন? ১, ২, ৩, ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয় এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর যদি না হয় তাহলে কি করা দরকার? আপনার পরামর্শ কি? আপনি কি জানেন যে, আহমদী পত্রিকার সম্পাদনা প্রকাশনা কাজের জন্য কোন বেতন ভাতা প্রাপ্ত কর্মী নেই? নির্বাহী সম্পাদক এবং জনাব মুহাম্মদ মুতিউর রহমান যথাক্রমে সম্পাদনা এবং বার্তা বিভাগে স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করেন?

পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধির জন্য কমপক্ষে আরো পাঁচজন কর্মীর প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে আপনি কীভাবে সাহায্য সহায়তা করতে পারেন?

আপাততঃ কি আপনি পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করে, বিজ্ঞাপন দিয়ে উন্নতমানের রচনা দিয়ে বিশেষ করে আপনার সকল বকেয়া সহ হাল সনের চাঁদা প্রেরণ করে দেশের প্রাচীনতম পাক্ষিক এবং জামা'তের একমাত্র মুখপত্রটিকে সাহায্য করতে পারেন না?

একটি ভুল সংশোধন

৫৫তম বর্ষ ২০শ সংখ্যা পাক্ষিক আহমদীর ৩২ পৃষ্ঠায় ভাতগাঁও এ আহমদীয়্যত কীরূপে বিস্তার লাভ করল সে বিষয়ে বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে, 'কয়েকজন ঐ রাতেই বয়াত করেন'। জনাব ফজলুর রহমান সাহেব এর প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন যে, ঐ রাতে কেউ বয়াত করেনি, বয়াত হয়েছে আরো কিছু দিন পর। আমরা এই ভুল তথ্যের জন্য দুঃখিত।

—পাক্ষিক আহমদী

বিঃ দ্রঃ—প্রত্যেক জামা'ত যদি তাদের ইতিহাস লিখে জানান তাহলে তা পর্যায়ক্রমে আহমদীতে ছাপান যেতে পারে।

সম্পাদকীয়ঃ

(১)

আমাদের কথা ও কাজ

আমরা দাবী করি আল্লাহ্‌তা'লার প্রথম নাযিলকৃত বাণী—ইকরা, অর্থাৎ—পাঠ কর। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কি পাঠ করি? পাঠ করার, পড়ার অভ্যাস কি আমাদের আছে? আমরা বলি, আল্লামা বিল কুরআন—অর্থাৎ-আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে কলমের মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার কথা বলেছেন, কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে কি আমরা কলম ব্যবহার করি? কলমের মাধ্যমে কি আমরা জ্ঞান সাধন করি? আমরা কি কলম দ্বারা যা লিখিত হয়েছে তা পাঠ করি, অথবা কলম দিয়ে কি কিছু সৃষ্টি করি? অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আছে, ওয়া ইযাস্ সুহুফু নুশিরাত। শেষ যুগে পত্র পত্রিকার ব্যাপক প্রচলন হবে। আমরা আজ যারা এই যুগে বাস করছি তারা কি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পত্র-পত্রিকার প্রচারে ও প্রসারে অংশগ্রহণ করি? আমরা কি নিয়মিত পত্র-পত্রিকা পাঠ করি? পত্র-পত্রিকার প্রকাশনায় কি আমাদের কোন অংশগ্রহণ আছে?

আমরা গর্ব করি, আল্লাহ্‌তা'লা মসীহে মাওউদকে (আঃ) সুলতানুল কলম খেতাব দান করেছেন। সুলতানুল কলম অর্থ কলম সম্রাট। আমরা যারা মসীহে মাওউদকে (আঃ) গ্রহণ বরণ করেছি তারা কি কলম-সৈনিক হতে পেরেছি? আমাদের কলম কি শুকিয়ে গেছে? আমরা কি কলম দিয়ে অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছি? কলম কি আমাদের কাছে অস্ত্র তুল্য?

মুখের দাবী আর আমল যদি এক না হয় তাহলে বড়ই ভাববার কথা, খুবই চিন্তার কথা! কেননা যাদের কথা ও কাজ এক নয়, আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে মোটেই ভালবাসেন না।

(২)

বিশ্বকাপ ফুটবল ও পতাকার লড়াই

সারা বিশ্ব ফুটবল খেলা নিয়ে মেতেছে। পৃথিবীর ২৪টি দেশ এই খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

গত ৩রা জুলাই রাত এগারটায় খেলা ছিল সৌদী আরব ও সুইডেনের মধ্যে। এক দিকে এশিয়া অপর দিকে ইউরোপ। দেশের সীমা ছাড়িয়ে এ খেলাটি হয়ে দাঁড়ায় আন্তঃ মহাদেশীয়।

দুই দলই নিজ নিজ দেশের পতাকা নিয়ে মাঠে নামে। সৌদী পতাকা কলেমা ও তরবারি খচিত। সুইডেনের পতাকা ক্রশ চিহ্নিত। সৌদী আরবের পতাকা যদিও ইসলামী পতাকা নয়, তবুও কলেমার কারণে পতাকাটির প্রতি মুসলমানদের একটা সহানুভূতি কাজ করছিল। আমিও তা থেকে মুক্ত ছিলাম না। খেলা শেষ হলো, সৌদী আরব তিন এক গোলে (৩—১) পরাজিত হলো। কলেমা চিহ্নিত পতাকা পরাজিত হলো ক্রুশীয় পতাকার কাছে। ব্যথিত হলাম। মনে মনে বল্লাম, পতাকার সম্মান যারা রক্ষা করতে পারে না তারা পতাকায় কলেমা লিখল কেন? মহানবী (সাঃ) তাঁর পতাকায় তো কলেমা লিখেন নি কখনো? কলেমা তো পতাকার বিষয় নয়—ঈমানের বিষয়। সৌদী আরবের অযোগ্যতা সমগ্র মুসলমান সমাজকে আহত করল। তাই প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ্! তোমার পতাকা তুমি দাও যারে, তারে বহিবারে দাও শক্তি।

(নির্বাহী সম্পাদক)।

আহ্‌মদী

31st July, 1994

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীঅত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহ্‌মদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Al madiyya Muslim Jamat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211 Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Cho. ury